দার্শনিকের রসিকতা

শ্রীগঙ্গাচরণ কর

দাম ১৲ টাকা।

দার্শনিকের রসিকতা

শ্রীগঙ্গাচরণ কর, এম্. এ.

প্রকাশক—

শ্রীকুলেশচন্দ্র কর, এম, এস্, সি.

৪৭নং কর্পোরেশান ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৯২৩

Matto è chi spera che nostra ragione

Possa trascorrer la infinita via.—

Dante (Purgatorio 3—34-5)
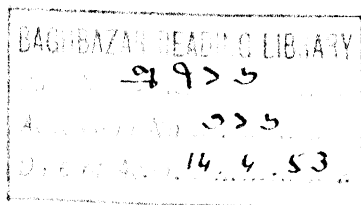
উৎসর্গ।

চিরমধুময়ী—চিরবিষাদময়ী—একটা স্মৃতিমুদ্দিশ্য।

বিষয়-সূচী।

ভূমিকা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিদেশী রসতাত্ত্বিকগণের মধ্যে বড় বড় চার জনের—মার্কিন দার্শনিক Santayana, ফরাসী দার্শনিক Guyau, ইটালীয় দার্শনিক Croce ও জর্ম্মান্ দার্শনিক Dilthey'এর—রসতত্ত্ব সংক্ষেপে হ'লেও বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে—তাঁদের প্রত্যেকের মূলগত বচনাবলী উদ্ধৃত করে, তুলনামূলক আলোচনার তরফ হ'তে; আর তারই সঙ্গে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের আকৃতি, গতি ও অভাব যৎকিঞ্চিৎ আলোচিতও হয়েছে। জর্ম্মান্ সাহিত্যের Novalis, ফরাসী সাহিত্যের Guyau ও বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত আলোচনাগুলি—সাধারণভাবে—রসতত্ত্বের উদাহরণস্বরূপ দেখলেও দেখা যেতে পারে। ভবিষ্যতে উপরি-উক্ত রসতাত্ত্বিকচতুষ্টয়ের আরও বিশদ ও পূর্ণ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হব ইচ্ছা রহিল। অনুবাদ সকল স্থলেই একটু স্বাধীনভাবে করা হয়েছে।

অধ্যাপক গেগ্নের (Gegner)'এর চিঠির বিষয় হচ্ছে সেই বহু পুরাণ সমস্যা—মানুষ মর না অমর? তিনি ঐ সমস্যা আনু-পূর্ব্বিক ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির দিক্ হ'তে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তবে সে সমস্যার কোন সিদ্ধান্তে তিনি স্বয়ংই উপনীত হ'তে পেরেছেন কি না বা কখনও কেহ উপনীত হ'তে পারেন কি না, তার বিচার পাঠকবর্গেরই হাতে। অধ্যাপক গেগ্নেরকে এ শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হ'ল, যেহেতু তিনিও হচ্ছেন একজন একাধারে দার্শনিক ও রসিক। অনুবাদের পাদটীকা সবই গ্রন্থকারস্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে Guyau'র গ্রন্থাবলীর প্রকাশক Félix Alcan & Cie, Paris'এর নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী, যেহেতু তাঁরা Guyau'র Vers d'un Philosophe (দার্শনিকের বাণী) হতে কবিতাগুলি আমাকে নির্ব্বিবাদে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে অনুমতি দিয়ে আমার অশেষ উপকার করেছেন।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গটি প্রথম প্রকাশিত হয় Calcutta Review'এ ইংরাজী সাল ১৯২২ জুলাই মাসের সংখ্যায়—এস্থলে উহা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিতভাবে পুনঃপ্রকাশিত হল। ইতি—

কলিকাতা
৩০শে মে
১৯২৩

শ্রীগঙ্গাচরণ কর।

দার্শনিকের রসিকতা

অনেক সাহিত্য-সমালোচকেরই একটা ধারণা যে দার্শনিক সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে পদার্পণ করলেই সাহিত্যের অদ্ভুত দুরবগাহ রসরাজিকে তিনি এক একটা বড় বড় সুন্দর সহজলক্ষ্য আইডিয়ার মধ্যে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করেন। শেলীর (Shelley) তরল নিরাকার কাব্যে তিনি খোঁজেন কালতত্ত্ব বা metaphysics of time, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের (Wordsworth) কাব্যে তিনি এমন একটা বড় আইডিয়া ধরতে চান যেটা তাঁর সমস্ত কাব্যরাজ্যের রাজা; আর রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র নানা প্রাণে অনুপ্রাণিত কাব্য-কুঞ্জে এমন একটা সুরের জন্য তিনি 'পিয়াসী', যেটা হচ্ছে তাঁর যাবতীয় সুরের ground-tone অর্থাৎ সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বনিয়ন্তা মৌলিক তান। অবশ্য, কাব্যের ইতিহাসে এমন দু একজন কবি যে না আছেন তা নয়, যাঁদের কাব্য দর্শনের schemata'র মধ্যে ধরা দেয় কতকটা। জর্ম্মান্ মরমী কবি নোভালিসের (Novalis) 'কালতত্ত্ব', নীট্শে (Nietzsche) বা কার্লাইলের (Carlyle) 'প্রতিভাবাদ', হুইটম্যান (Whitman) বা তস্য শিষ্য কার্পেণ্টারের (Carpenter)(ক) 'প্রজাতন্ত্রবাদ' কথাটার যাথার্থ্য থাকলেও

(ক) E. Carpenter : Towards Democracy (1917)

থাকতে পারে, যদিও গিরিশের নাট্য হতে কালতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব খুঁড়িয়া বাহির করা তেমনই হাস্যকর ও বিফল, যেমন শেক্স্‌পীয়রের নাট্যে কবির মতামত বিশ্লেষণ করা—দুইটাই হচ্ছে একটা Sisyphean labour। উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগের সমালোচনা-ইতিহাসে এই দার্শনিক সমালোচকশ্রেণীর প্রতি অনেক স্থলে কটাক্ষপাত আছে। কারণ, দার্শনিক-সমালোচক হচ্ছেন—যা গোড়াতেই বলেছি—অনেকেরই মতে সূত্রকার—তিনি সহজগ্রাহ্য ভাবসমষ্টির মধ্যে অফুরন্ত জীবনবৈচিত্র্য চিরদিনের জন্য আয়ত্ত করতে চান—একটা theory'র মধ্যে তাঁর প্রয়াস হচ্ছে বহুরূপী সাহিত্যরীতিকে অনুপ্রবিষ্ট করা। সাহিত্যা-লোচনায় দার্শনিকতারূপ মুদ্রাদোষের উৎপত্তিস্থল অনেক সাহিত্যসেবীরই মতে জর্ম্মান্ সমালোচনা-পদ্ধতি বা টিউ-টনিক ভাবনার বিশিষ্ট ভঙ্গী। আর এই উৎপত্তির সন্ ও তারিখ বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেক্স্‌পীয়র সমা-লোচনার সময়—বিশেষতঃ—যেমন ফরাসী সমালোচকের (Alfred Mezières-প্রমুখ) সম্মুখে বহুরূপী শেক্স্‌পীয়র দাঁড়ালেন মনস্তত্ত্ববিদ্‌রূপে, ইংরাজ সমালোচকের (Hazlitt-প্রমুখ) (ক) সম্মুখে তিনি হলেন একজন বড় কবি প্রধানতঃ,

(ক) তখনও মার্কিন সমালোচক থর্ণডাইক (Thorndyke) প্রবর্ত্তিত অভিনয়সৌকর্য্যমূলক শেক্স্‌পীয়র-আলোচনার আবির্ভাব হয় নি, আর আধুনিকতম ইংরাজ সমালোচক Robertson-প্রদর্শিত শেক্স্‌পীয়রের মূল নির্ব্বাচনমূলক আলোচনাও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

আর জর্ম্মান্ সমালোচকের (Gervinus, Elze-প্রমুখ) চোখে তিনি হলেন একজন বড় দার্শনিক, যিনি নানা নর-নারী সৃষ্টি করেছেন তাঁর মনোগত বড় বড় আইডিয়ার চাক্ষুষ নিদর্শন স্বরূপ।

আধুনিক সাহিত্যালোচনায় দার্শনিকের ভাবভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা আবার অনুভূত হচ্ছে (ক)। বিংশতি শতাব্দীর গোড়ায় বা তারও আগে 'Impressionism' বা 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' সমালোচনাবাদের প্রতিপত্তি অনেক দিন হতেই ছিল—যে ধরণের সমালোচনার একজন অন্ততঃ মুখ্য পথপ্রদর্শক ছিলেন স্যাঁৎ ব্যভ্ (Sainte Beuve)। আধুনিক সাহিত্যালোচনায় মূলতত্ত্বের দিকে নজর আবার পড়েছে। সাহিত্যালোচনায় 'Love at first sight' 'নয়নের তৃষা' ইত্যাদি কথা ভাল চলে না; কারণ সে দৃষ্টির, সে তৃষার লক্ষ্য অন্তঃস্থ তথ্যের দিকে নয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাংলার রোমাণ্টিক সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রবাসীতে (খ) দুঃখের সহিত লিখেছিলেন, যে Bradley, Brunetière প্রভৃতি সমালোচকগণ সাহিত্যালোচনার যে সব মাল মশলা জড় করেছেন, সে সবগুলি সর্ব্বতোমুখী, নানাবৈশিষ্ট্যময়ী

(ক) Literary Criticism as Philosophy, B Croce (Contemporary Review, 1920, October.

(খ) প্রবাসী, ১৩২৫ কার্ত্তিক—'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্বন্ধ'।

পূর্ণতার ছাঁচে ফেলবার চেষ্টা কেহই এ পর্য্যন্ত করেন নাই। নানা দেশের সাহিত্যসমালোচনার আধুনিকতম ইঙ্গিতটি যথাসম্ভব অনুধাবন করলে, ঐ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ যাথার্থ্য আছে বলে বোধ হবে না। কবি বা শিল্পীর অসীম, নানা রঙে রঙিন, বিদ্যুতের ন্যায় লোল, চপল, চঞ্চল, বিচিত্রভাবে উদ্বেলিত অনুভূতিকে দর্শনের ছাঁচে বা categories'এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন অনেকেই। আমেরিকার হার্ভার্ডের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক Santayana, ফ্রান্সে Taine, Brunetière'এর পর সূক্ষ্মদর্শী রসজ্ঞ Guyau, ইটালীতে নানা শাস্ত্রবিদ্ প্রজ্ঞাবান্ আধুনিক হেগেল-সমালোচকগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম সমালোচক Benedetto Croce, জর্ম্মানীতে অধ্যাপক Dilthey ও অধ্যাপক Volkelt—আর ইংলণ্ডে সেই প্রয়াসের ছায়ামাত্র Caird'এর পর Bradley, Shairp ও Herfordএর মধ্যেই প্রতীয়মান। "সাহিত্য-সমালোচনার অন্তর্নিহিত বিচারমানদণ্ড" (ক) নিরূপণ করতে এঁদের মধ্যে সকলেই চেষ্টা করেছেন—তবে ইংরাজের চেয়ে তাঁর বিদেশী ইয়ুরোপীয় ও মার্কিন সমালোচকগণের প্রয়াস যেমনি বিপুলায়তন তেমনি ফলবান্।

মার্কিন দার্শনিক Santayana'র সমালোচনাতত্ত্ব প্লেটোর আইডিয়াবাদের ছায়ায় গড়ে উঠেছে। প্লেটোর Realism'এর রেখাপাত Santayana'র সমালোচনাতত্ত্বের

(ক) প্রবাসী (Ibid)

অনেক স্থলেই পরিদৃশ্যমান। তাই তিনি হোমরের জগৎকে আপন জগৎ মনে করে সেই অতীত জগতের দেবদেবীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। ইটালীয় কবি Guido Cavalcanti'র প্লেটনিক প্রেমময়ী কাব্যসুধায় তিনি বিভোর (ক) ; আপোলোর (Apollo) স্তুতির কল্পনা-বৈচিত্র্যে তিনি আশ্চর্য্য (খ), আর আফ্রুডাইটির (Aphrodite) স্তবের মানবিকতায় (humanity) ও তৎপরতায় (seriousness) তিনি একেবারে অবাক্ (গ)। কিন্তু হুইটম্যানের কাব্য ! ব্রাউনিঙের কাব্য !—যে কাব্যে আছে একটা বিশ্বজয়ী অনন্ত লালসা—'Sehnsucht nach Urnatur'—প্রকৃতির দিকে একটা নিবিড় প্রেরণা—সে কাব্য হচ্ছে Santayana'র মতে poetry of barbarism অর্থাৎ সভ্যজগতে তার স্থান নাই। তাঁর চোখে সে কাব্য উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল—জীবনের ছোট বড় প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি আর্টের সূক্ষ্মসূত্রে গ্রথিত করতে প্রয়াসী। Santayana'র কাব্যজগতে থাকবে স্তরভেদ, সংযম, পারিপাট্য, শৃঙ্খলা—জর্ম্মান্ রোমাণ্টিক দার্শনিক কাইসেলিঙের (Keyserling) ন্যায় (ঘ) পাগলের মত 'সুদূরের পিয়াসী' Santayana

---

(ক) G. Santayana Interpretations of Poetry and Religion (Chap. ii).

(খ) Ibid.

(গ) Ibid.

(ঘ) Keyserling Unsterblichkeit (= অমরত্ব) পৃ ২৮৩

নন্। আধুনিক রোমাণ্টিক চিন্তার ইতিহাসে যে যে স্থলে শিল্পীর আদর্শের উপর সম্পূর্ণ সমগ্র জীবনের ধর্ম্ম আরোপিত করতে চেষ্টা হয়েছে, ঠিক সেই সেই স্থলেই যেন স্তম্ভিত হয়েছেন Santayana। তাই তিনি Kant-কথিত আর্ট-অনুভূতির নিঃস্বার্থতার (disinterestedness) (ক) দিকে কটাক্ষপাত করে সেই অতীত জগতের গ্রীক-দার্শনিক-প্রদর্শিত পথে আর্টের ইমারৎ তৈরী করতে চেষ্টা করেছেন। মানবজীবনে আর্ট intervene করে মাত্র—মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়—যেমন ধর্ম্ম মানবজীবনে supervene করে (খ), বড় একটা আদর্শের ছায়াপাতে তার অবস্থান্তর ঘটায়। তা হলেই আর্টের ব্যাপকতা সমস্ত জীবন জুড়ে নয়—শিল্পী সহস্রমুখী জীবনের সহিত পাল্লা দিতে অক্ষম—যে জীবন সদাই হচ্ছে "ein Werden ohne Endziel অর্থাৎ একটা বিরাট্ লক্ষ্যশূন্য ভূ ধাতু। আধুনিক ইয়ুরোপীয় চিন্তায় প্লেটো, কাণ্ট ও লাইব্‌নিট্‌স্‌কে

ইত্যাদি :—"আমরা এবার শেষ সমন্বয়ে উপনীত হয়েছি। জীবন হচ্ছে অনন্ত উত্থানপতনময় পরিবর্ত্তন মাত্র—চিরচঞ্চল। কেবলই অগ্রসর হচ্ছে সম্মুখের দিকে—লক্ষ্যবিহীন (পাগলের মত)। ব্যক্তি, জাতি, উপজাতির মধ্য দিয়ে সে চলেছে—সোজা পথে, বাঁকা পথে সে ছুটেছে নব নব রূপের আশায়।"

(ক) G. Santayana: The Sense of Beauty Chap I.

(খ) G. S. Interpretations of Poetry and Religion (Preface).

যুগধর্ম্মের ছাঁচে ফেলে, নূতন রং ফলিয়ে, নূতন রূপ দিয়ে দার্শনিকজগতে ধরবার যে প্রয়াস কতকটা হয়েছে ও হচ্ছে Santayana'র সেই পুরাণ জগতের স্থির ধীর আধ দৃষ্টির ত্রিসীমায়, নানাবৈচিত্র্যময়ী নানারসে উদ্বেলিত, বিক্ষোভিত, আধুনিক আর্ট-অনুভূতিকে বাঁধবার সংকল্প সেই বিরাট প্রয়াসের একটা অঙ্গমাত্র—এর প্রেরণা সেই প্লেটনিক দর্শনে, আমাদের এই বিশ্বাস।

এক দিকে যেমন মার্কিন দার্শনিক অপর দিকে—একভাবে দেখলে—ফরাসী রসজ্ঞ Guyau। আর্ট-আলোচনায় Guyau হচ্ছেন একজন বহুত্ববাদী (Pluralist)। Santayana'র মত তিনি সত্যের অনুসন্ধিৎসু নন্ আর্টের রাজ্যে—একটা মৌলিক সত্য, একটা বড় পূর্ণ স্পষ্টভাব যেটা কাব্যের কতক বিশিষ্ট স্থানে মাত্র প্রতিভাত হয়েছে। এক দিকে Guyau যেমন ইংরাজ দার্শনিকের ইন্দ্রিয়তন্ত্র হতে বীতস্পৃহ, অপর দিকে জর্ম্মান্ দার্শনিকের ধোঁয়াটে আইডিয়ার রাজ্যে অশরীরী প্রেতাত্মবৎ বিচরণ করতেও নারাজ। আর ঠিক সেই জন্যই—logically বা ন্যায়তঃ—ম্যাথু আর্ণল্ডের গৎ Poetry as criticism of life'এর পুনরাবৃত্তি পাই না Guyau'র সাহিত্য ও আর্ট আলোচনায় (ক)।

(ক) ম্যাথু আর্ণল্ডের গৎ'এর অসমঞ্জস তানগুলি আজ বিশ বৎসরেরও অধিক হ'ল ইংরাজ রাজকবি Austin'এর চোখে বেশ স্পষ্টভাবেই পড়েছিল cf. A. Austin : The Bridling of Pegasus. 1900.

Guyau'র মতে আর্ট কখনও কোন দর্শনের অধীন হতে পারে না—কারণ সমস্ত জীবন, কৃচ্ছ্রলভ্য, অখণ্ড সত্যই হচ্ছে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য (ক)। শিল্পী যখন তাঁর নিভৃত হৃদয়কুঞ্জে রূপসাধনায় বসেন, আর সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি সংযত ক'রে সেই অদ্বিতীয় লক্ষ্যের দিকে যোজিত করেন, তখনই দেখা দেয় সেই পরাসৃষ্টি পূর্ণাবয়ব হ'য়ে। এ অনুপ্রাণনায় দার্শনিকতার লেশমাত্র নাই—এই নিবিড় সংযোগ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বিশাল বটবৃক্ষবৎ কোন আইডিয়াবাদের ছায়ায় সংঘটিত নয় (খ)। এই অন্তরতম সংযোগ—যখন শিল্পীর প্রাণ হয় বাস্তবরসে ভরপূর আর বস্তু হয় প্রাণবন্ত—(যদিও Guyau স্বপ্নেও ভোলেন না তাঁর আর্ট-আলোচনার মূলমন্ত্র 'প্রকৃতির রাজ্য আর্টের ত্রিসীমা ছাড়িয়ে যায় বহুদূর')—এই নিগূঢ় অদ্বৈত সংযোগের মূলে আছে প্রেম

(ক) 'La vie, la realite, voilà la vraie fin de l'art' (=আর্টের সব সার্থকতাই সেই পূর্ণ জীবনে, অখণ্ড সত্যে) (J-M. Guyau Les Problèmes de l'Esthetique Contemporaine—আধুনিক-আর্টের সমস্যাবলী—Bk. I Chap iii).

(খ) Un élargissement (Ibid Bk. I Chap. vi)= একটা সম্প্রসার। "Une perception ou une action qui stimule en nous la vie sous trois formes à la fois sensibilité, intelligence et volonté) (Ibid Bk. I Chap. VII)=একটা অনুভূতি বা একটা প্রেরণা বা উপলব্ধি, বুদ্ধি ও প্রণোদিনী শক্তি জীবনে যুগপৎ জাগিয়ে তোলে।

আর তারই সাপেক্ষ সহানুভূতি বা তাদাত্ম্য (ক)। এই খানেই Guyau'র বিশেষত্ব, এইখানেই তাঁর সহিত Santayana'র মৌলিক প্রভেদ, আর এই খানেই Ruskin'এর সহিত তাঁর মতান্তরের মূল কারণ। এই জন্যই বোধ হয় Guyau'র আর্ট-আলোচনায় মেলে V. Hugo'র La Legende des Siècles'এর মত সাহিত্যের ভূয়সী প্রশংসা—যেখানে আছে শুদ্ধ এক অশ্রুতপূর্ব্ব ঝঙ্কার, অদ্ভুত চিত্রাবলীর সমাবেশ, সূক্ষ্ম রোমাণ্টিক কল্পনার অনন্ত বৈচিত্র্য (খ)। মার্শাল (Marshall) প্রমুখ (গ) কতক আর্ট সমালোচকের ধারণা—অন্ততঃ আকার ইঙ্গিতে তাঁরা জানান তাইই, যে ফরাসী দার্শনিক Guyau প্রাদেশিকতার গণ্ডীর বাহিরে অনন্ত জীবনের সহিত যুঝতে গিয়ে তাঁর বিচার-মানদণ্ডের দেশকালাতীত চিরন্তন ধর্ম্ম হারিয়ে ফেলেছেন। 'Amour'—Sympathie—Symphonie de la parole et de la pensée—প্রেম—সহানুভূতি—'বাগর্থাবিব সম্পৃক্ত' ইত্যাদি শব্দের আড়ালে Guyau আর্টের নিহিত তত্ত্বানুসন্ধানে তাঁর অক্ষমতারই পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। অবশ্য ঈদৃশ ইঙ্গিতের খানিকটা যাথার্থ্য থাকলেও, এটা যে অংশতঃ

(ক) Guyau : Les Problèmes &c. Chap II, BkI.

(খ) Ibid.

(গ) H. R. Marshall : Pain, Pleasure and Aesthetics, Chap. iii.

অযথার্থ তার প্রমাণ তাঁর অপূর্ব্ব গ্রন্থে 'L'Art au point de Vue Sociologique'এ ('সমাজতত্ত্বের তরফ হ'তে আর্টের আলোচনা')—যেখানে তিনি সাহিত্যের সহিত সামাজিক জীবনের অঙ্গাঙ্গীন সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন আর সেই প্রসঙ্গে প্রথম ভাগে আর্টের 'essence sociologique' বা সামাজিক তত্ত্ব আলোচনা করে, দ্বিতীয় খণ্ডে ফরাসী কাব্য, উপন্যাস, নাট্য হতে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন জড় করেছেন। আর্ট ও আর্টিষ্ট, এ দুয়ের মধ্যে অন্তঃস্থ প্রভেদটি চোখের সামনে রেখে, Guyau যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন আর্টকে বিজ্ঞান ও রসতত্ত্বের দিক হতে বুঝতে। (ক) আর্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে Guyau'র মতে সেই সব রসের উদ্ভাবন করা যে সব অদ্ভুত রস জীবনকে যুগপৎ উদ্বেলিত ও সংযত করে; কারণ তাদৃশ রসই একমাত্র লভ্য বস্তু ইহ জীবনে (খ)। তাই বলি অনন্ত জীবনস্রোতের সম্মুখে পশ্চাৎপদ না হয়ে, একালের রসতত্ত্বদর্শী Guyau তদুপরি এক বিরাট সেতু বাঁধবার আয়োজন করেছেন—যে সেতুর ভিত্তি অনন্ত প্রেমে আর প্রাণবন্ত তাদাত্ম্যে (sympathie)।

(ক) 'La vraie critique est celle de l'œuvre même non de l'ecrivain et du milieu' (Guyau : L'Art au point de Vue Sociologique, Part I, Chap. III. (=প্রকৃত সমালোচনা হচ্ছে গ্রন্থের সমালোচনা—গ্রন্থকারেরও নয়, গ্রন্থকারের আবেষ্টনীরও নয়)

(খ) Ibid p. 64.

এইবার দেখা যাক্ ইটালীয় দার্শনিকপ্রবর Benedetto Croce'এর প্রতিষ্ঠিত আর্টরাজ্যের নিয়ম-সংযম (discipline)। একাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন Croce'এর দর্শনের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, তখন তাঁর দর্শনকে আধুনিক দার্শনিকজগতের এক বিচিত্র সুসমঞ্জস চতুষ্কোণ কল্পনা বা quadrangular philosopheme বলে অবশ্য স্বগত খুব একটা আমোদ পেয়েছি। Croce'র দর্শনসৌধের এক কোণে হচ্ছে ন্যায় বা Logic আর তার বিপরীত কোণে আর্ট, আর অবশিষ্ট দুয়ের মধ্যে এক কোণে রয়েছে শিবম্ (Ethicity) তার বিপরীতে ব্যবহারিকতা (Economicity)। এই পূর্ণাবয়ব দর্শনের বিশদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে, এ স্থলে মাত্র তাঁর আর্টতত্ত্বের সুগুপ্ত ইঙ্গিতগুলি পরিস্ফুট করতে প্রয়াস পাব। রসতত্ত্বে ও আর্ট আলোচনায় B. Croce'র মূলমন্ত্র হচ্ছে 'শব্দ এব সত্যম্' শব্দ আর সত্য একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ক)। আজ একশত বৎসরেরও অধিক হ'ল ইয়ুরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে ঠিক এই প্রশ্নটাই অনেককে ভাবিয়ে তুলেছিল—ভাষাটা কি? একটা কি পর্দ্দা যার আড়াল হতে আইডিয়া ধরা দেয় মাত্র ভাবুক নটরাজেরই চোখে? আর্ট-আলোচনায় এই প্রায় সমাধাতীত প্রশ্নের সমাধা করতে লেসিঙ্ সূত্র

(ক) B. Croce: Aesthetics (Eng. Translation, Macmillan & Co.).

গড়লেন—'ভাষার উপরই ভর দিয়ে আইডিয়াগর্ভ কাব্য অন্তর্নিহিত সম্পদ্ প্রকাশ করে—ভাষা কাব্যের Darstellungsmittel অর্থাৎ নিবর্ণনার একমাত্র অবলম্বন'। আবার সেই প্রশ্নই যখন Vischer ও Hartmann'এর চোখের সামনে দাঁড়াল, তখন তার নিষ্পত্তি তাঁরা করলেন অন্য এক ধরণে—তাঁদের স্ব স্ব বিশিষ্ট আধ্যাত্মিকতার ঝোঁকে। ভাষা তাঁদের মতে বহিরবলম্বন মাত্র—কবি তাঁর ভাববৈভব প্রকাশ করেন তার 'অন্তঃস্থ সাত্ত্বিক অনুভূতির' নিবিড় প্রেরণায় (খ)। এই সব নানা মুনির নানা মত, তার পর হেগেল-লোট্সে (Hegel-Lotze) প্রবর্ত্তিত আইডিয়াবাদ ইত্যাদি নানা বাদের প্রভাব Croce'র দর্শনে দেখা যায় কতক স্থলে বেশ স্পষ্ট ভাবেই—যদিও এই আইডিয়াবাদের প্রতি বিতৃষ্ণাই তাঁর হেগেল-সমালোচনার মূলে (গ), আর এই আইডিয়াবাদের যাথার্থ্যে সন্দিগ্ধ হয়েই তিনি আর্ট ও শব্দ বা ব্যঞ্জনার মধ্যে অদ্বৈত সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। আর্ট ব্যঞ্জনা এব—Santayana কল্পিত কোন ভাবের ব্যঞ্জনা নয়, যেমন খাঁটি দর্শনে Bergson সিদ্ধান্ত করলেন যে সত্য পরিবর্ত্তনমেব, কোন বস্তুর পরিবর্ত্তন

(খ) Th. Meyer: Das Stilgesetz der Poesie (কাব্যের ব্যঞ্জনাতত্ত্ব) (1900) ("die innere Sinnlichkeit," Chap. I.)

(গ) 'What is Living and What is Dead of Hegel', B. Croce. (Eng. Translation)

নয়। যোগভঙ্গের পর শিল্পীর জিহ্বাগ্রে যে শব্দ গড়ে ওঠে স্বতঃই, আর যে শব্দ মূর্ত্তিমান্ হয়ে শিল্পীর অনন্ত ব্যাকুলতার অবসান আনে, অন্তরতম প্রাণনার পরিস্ফূর্ত্তি করে, সেই মূর্ত্তিমান্ শব্দই হচ্ছে আর্ট—সে কোন সংহত একমেবাদ্বিতীয়ম্ আইডিয়ার মূর্ত্তি নয়। Croce-কল্পিত শব্দ ছাপাখানার মসীঅঙ্কিত শব্দ নয়, এ হচ্ছে কবির স্বপ্রকাশ অনুভূতির ব্যঞ্জনা। (ক) Croce'র কলাবাদ—যার ব্যাখ্যা ও প্রামাণিক নিদর্শন তিনি স্বয়ংই দিয়েছেন তাঁর শেক্স্পীয়র প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের আলোচনায় (খ)—পুরাণ অনেক কথাই আমাদের মনে পাড়িয়ে দেয়—আর্য্যঋষিকল্পিত শব্দের অপৌরুষেয়ত্ব-বাদ, St. John'এর আপ্তবাক্য (গ) ইত্যাদি। কিন্তু ইটালীয় দার্শনিকের স্বাতন্ত্র্যই হচ্ছে তাঁর St. John'এর আপ্তবাক্যের টীকায় ও টিপ্পনীতে। সবাকার আগে শব্দ নয়, বা ভাষান্তরে, সৃষ্টিও নয়, শব্দও নয়—ছিল সপ্রকাশ

(ক) G. L. Bickersteth : B. Croce as Literary Critic (Quarterly Review, April 1921)—"The very essence of Croce's theory of art is missed, however, by those who would identify the printed poem with the artistic fact itself."

(খ) B. Croce : Ariosto, Shakespeare e Corneille, Bari, 1920.

(গ) St. John, 1—1.

শব্দ আর শব্দাত্মিকা সৃষ্টি—"The Word of the Act and the Act of the Word"। Croce'র কলাতত্ত্বের ঈদৃশ অসাধারণ ভঙ্গিমা দেখে ইংরাজ দার্শনিক ও রস-তাত্ত্বিক Bosanquet কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বড়ই বিরক্ত হয়েছিলেন ও এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে (ঘ) Croceকে প্রকৃতি-বাদী (naturalist) বলে তাঁর সমগ্রদর্শন প্রকৃতি-বাদের মনোহারী রূপান্তর মাত্র আর তাঁর কলাতত্ত্ব "linguistics" বা ভাষাতত্ত্ব বই আর কিছুই নয় ইহাই সাব্যস্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের একটা ব্যক্তিগত ধারণা—আর বোধ হয় সে ধারণা Croce'র পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই—যে Croce-প্রতিষ্ঠিত আর্ট-সৌধের নানা কক্ষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অতি বিচিত্র কি যেন এক আধ্যাত্মিকতার আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক সাহিত্যই তথায় স্থান পেতে পারে—বৈষ্ণব সাহিত্য ত বটেই যার রূপই হচ্ছে Alpha আবার তার Omega—যথাসর্ব্বস্ব :—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয় জুড়ন না গেল।"

নানা দেশের নানা দার্শনিকের নানা রসতত্ত্বের মধ্য দিয়ে—যথাসম্ভব সংক্ষেপে—ইঙ্গিতে—সে সব ব্যাখ্যা ক'রে—এবার আমরা উপনীত হয়েছি জটিল দুর্ভেদ্য

(ঘ) B. Bosanquet : B. Croce (Quarterly Review, April, 1919).

জর্ম্মান্ রসতত্ত্বে। আধুনিকতম জর্ম্মান্ দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা রসিক, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন Dilthey যদিও সেই প্রসঙ্গে Volkelt'এর নাম অনেক সময়ে স্বতঃই মনে এসে পড়ে। Dilthey হচ্ছেন একজন অধ্যাত্মবাদী। হেগেলের কোটরগত আইডিয়া রোমাণ্টিক-দের পুনঃ পুনঃ লগুড়াঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ সহস্রধা হয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর জর্ম্মানীতে যে অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব হয়, যে অধ্যাত্মবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের রূপরেখা দার্শনিক প্রজ্ঞায় সঞ্জীবিত তরল আদর্শানুগ করতে চেষ্টা করছে, যে অধ্যাত্মবাদ জীবনের গরলামৃত নানা সম্ভারের পশ্চাতে নিগূঢ় চিরন্তন চিরচঞ্চল সত্যকে ধরতে চায়, দার্শনিক Dilthey য়ের অধ্যাত্মবাদ সেই অধ্যাত্ম-বাদেরই রূপান্তর মাত্র। মনোবিজ্ঞান আর প্রকৃতিবিজ্ঞান এই দুইয়ের অন্তঃস্থ গভীরতম প্রভেদের দিকে দৃষ্টি রেখে, ইতিহাস ও অধ্যাত্ম (History and Spirit) আর প্রকৃতির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদের কথা কদাচিদপি বিস্মৃত না হয়ে, Dilthey এক অপূর্ব্ব ভূমা কল্পনা করেছেন। (ক) ঐতিহাসিকতার মাত্রাধিক্যে ব্যক্তিগত

(ক) Systematische Philosophie : Das Wesen der Philosophie (দর্শন-তন্ত্র—দর্শনের স্বরূপ), W. Dilthey ও L. Stein, Philosophical Currents (Eng. Trans.

জীবন নিষ্পেষিত হয়নি—তার অনন্ত আশা, অপরিমেয় 'ভরসা' জীবন্ত সুখ দুঃখ নির্ব্বাপিত হয় নি আঁধারে পূর্ণ কোন এক ঐতিহাসিক সত্যের গর্ভে। দেশ-কালাতীত ইতিহাস ও অধ্যাত্মার তরফ হতে তিনি দর্শন বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছেন, আর তারই তরফ হতে Herford'এর প্রশ্নের 'কবির কোন বিশিষ্ট জগৎ আছে কি না' ["Is there a poetic view of the world ?"] মীমাংসা করতে চেষ্টাবান্ হয়েছেন। (খ) Dilthey'এর মতে কবি হচ্ছেন একজন বিশিষ্টবিশ্বকল্পী আর কাব্য হচ্ছে একটা বিশিষ্টবিশ্বকল্পনা (Weltanschauungslehre)। Dilthey'এর কাব্যজগতে হেগেল-কল্পিত ত্রিপদী ছন্দ নাই, যে ছন্দের মধ্যগত lacunae বা ফাঁক পূরণ করতে আর তারই সঙ্গে প্রাচ্যকলার সম্যক্ স্থান নিরূপণ করতে কতকটা চেষ্টা করেছেন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। (গ) সেখানে বিরাজমান নানা দেশের নানা কবি—বড় গোলাপের পাশে ছোট গোলাপের মত নয়, পূর্ণ বিকসিত গোলাপের পাশে অর্দ্ধ বিকসিত গোলাপের মত নয়—গোলাপের কোলে শেফালিকার ন্যায় সম্পূর্ণ—স্বায়ত্ত—

---

by S. K. Maitra, Calcutta University Press, Vol. II, chap. 9.)

(খ) Ibid.

(গ) B. N. Seal : New Essays in Criticism. (Calcutta, 1903).

অনন্ত। সেখানে আছেন Dante, Calderon, Schiller, Carlyle, Montaigne, Tolstoi ; আর তাঁদেরই পাশে প্রাচ্য দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা হচ্ছেন কবি আর প্রাচ্য-কবিদের মধ্যে যাঁরা হচ্ছেন দার্শনিক—চীন ঋষি Laotze-প্রমুখ। Dilthey'এর চোখে কাব্য হচ্ছে একটা রোমাণ্টিক discipline নিয়ম-সংযম—Guyau কল্পিত প্রেম-তাদাত্ম্য-সম্ভূত যে অলৌকিক বস্তু তা নয়, Croce কল্পিত অভ্রের ন্যায় স্বচ্ছ, তড়িতের মত চপল, পূর্ণিমার চাঁদের মত 'উজল' যে ব্যঞ্জনা তা নয়—একটা বিরাট্ রোমাণ্টিক তন্ত্র যেটা Carlyle, Lucretius প্রভৃতি সাহিত্যে গোঁড়া দার্শনিকের আদবকায়দার (schemata) জাল হতে মুক্ত হয়ে গ্যেটে, ইবসেন, ম্যাটালিঙ্ক প্রভৃতি সাহিত্যে স্বরাজ স্থাপনা করেছে। সেই স্বতন্ত্র বিশ্বের গরিমা Dilthey দেখিয়েছেন তাঁর সাহিত্য-দর্পণে Erlebnis und Dichtung'এ (ঘ)—বিশেষ ভাবে আবার সাধারণ ভাবেও—জর্ম্মানীর নানা কবির বিশেষ বিশেষ জীবনকল্পনার ও রসানুভূতির ভিতর দিয়ে। প্রথম অধ্যায়ে এ যুগের যে সব অদ্ভুত অপূর্ব্ব রস আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকে একেবারে প্লাবিত করেছে সে সব সংক্ষেপে আলোচনা করে, Lessing, Goethe, Novalis ও Hölderlin এই চারিজন বিশ্রুতকীর্ত্তি জর্ম্মান্ কবির

(ঘ) W. Dilthey : Erlebnis und Dichtung. (অনুভূতি ও কাব্য)

রসানুভূতি Dilthey আনুপূর্ব্বিক বিচার করেছেন। আর্ট-জগতে লেসিঙের স্থান নির্ণয় করে যখন গ্যেটের কাব্যে হস্তক্ষেপ করলেন তখন তিনি গ্যেটে-সাহিত্যের বিশেষ রসাস্বাদ টুকুতে মাত্র পরিতৃপ্ত না হয়ে, নিখিল কাব্যের প্রাণ ও প্রেরণা ও নিহিত তত্ত্ব তরল ভাষায় উদ্ভাসিত করলেন। সমস্ত বিশ্বস্থজনেরই পশ্চাতে আছে শিল্পীর একটা ঐশী শক্তি যার Dilthey নামকরণ করেছেন 'মূর্চ্ছনা' বা 'প্রতিফলনা' ('dichterische Phantasie')। "মূর্চ্ছনা হচ্ছে প্রাণনা যার মধ্যে কবির জগৎ গড়ে ওঠে —এই প্রাণনার ভিত্তি হচ্ছে অনুভূতি আর যা কিছু তারই ভিতর দিয়ে নিখিল রূপসাধনার মূলে।" (ক) "আধ্যাত্মিক জীবনের যাবতীয় সমন্বয়ের মধ্যে এই মূর্চ্ছনা অনুস্যূত রয়েছে।" (খ) মূর্চ্ছনা —জীবন—রূপ এই তিনের সমাহার হ'তেই কাব্য সম্ভূত—যে কাব্য শব্দের জালের মধ্যে একটা প্রেরণার ইন্দ্রধনু প্রতিফলিত করে (eines Wirklichen durch Worte und deren Verbindungen) —সত্বার উপলব্ধি ঘনীভূত করে (erhöht Sein Daseingefühl)—যা হচ্ছে জীবনবোধ (Verständnis des Lebens), ম্যাথু আর্ণল্ড কল্পিত 'জীবন-ব্যাখ্যা' নয়। Dilthey'এর এই অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা কল্পনা নানা যুগের

(ক) W. Dilthey : Erlebnis und Dichtung পৃ ১৮৫

(খ) Ibid পৃ ১৮৪

রসতত্ত্বের অনেক কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বটে—তা হলেও এর ইঙ্গিতটি এক নূতন অভাবিত পথের দিকে—ঠিক যেন চুম্বকের মত। ইতিহাসকে অটুট রেখে, অধ্যাত্মাকে 'খাট' না করে Dilthey এক বিরাট রসতন্ত্রের আয়োজন করেছেন। Shairp প্রভৃতি ইংরাজ সমালোচকগণ বিশেষ বিশেষ রসের আস্বাদটুকু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সাহায্যে সহজ করেছেন বটে অনেক স্থলে—Volkelt'এ (গ) পাই বিশেষ রসের বিশেষ আলোচনা আর তা ছাড়া রসতত্ত্ব, শিবাশিবতত্ত্ব, কালাচার প্রভৃতি নানা তত্ত্বের অঙ্গাঙ্গীন সম্বন্ধবিচার। কিন্তু পাই না সেই বিচিত্র রসতন্ত্রকল্পনা যার বিচারমানদণ্ড বিশিষ্ট ধাতুর, যেমন ধর্ম্মতন্ত্রের বিচার-মানদণ্ড বিশিষ্ট ধাতুর যেমন দর্শনতন্ত্রের বিচার-মানদণ্ড বিশিষ্ট ধাতুর—যদিও স্বয়ং Dilthey'এরই চোখে সে রসতন্ত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে এখনও বোধ হয় প্রতিফলিত হয় নি। ভাবী ইউরোপীয় রসতত্ত্বে নিশ্চয়ই এক নবযুগ আসবে যখন ভাবরাজ্যের কোনও এক স্থানে যা এখনও অজানা Dilthey-প্রদর্শিত ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক আলোকপথ Croce-কল্পিত অনৈতিহাসিক চিত্রবিচিত্র ছায়াপথে মিশে যাবে অলক্ষিত ভাবে।

এ সব গেল ওপারের কথা—'সাত সমুদ্র তের নদী' পারে বিদেশের কথা—যদিও আমাদের বিশ্বাস যে

(গ) T. Volkelt: Dichtung und Philosophie (1908)—কাব্য ও দর্শন।

কালক্রমে সেই অধুনা অপরিচিত প্রতীচ্যের বাণী সুপরিচিত হ'য়ে প্রাচ্য ভাবুকের হৃদয়ে অবশ্যই 'পশিবে'। এদেশের বাংলা দেশের সাহিত্য রসতত্ত্ব কোন্ পথে চলেছে? বাংলা সাহিত্যে অনেক—বহু সংখ্যক না হলেও একাধিক—সমালোচক উঠেছেন যাঁরা বিশেষ সাহিত্যের বিশেষ রস, ব্যাখ্যা ও আলোচনার সাহায্যে, সহজ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন, চন্দ্রনাথ বসু, রাজনারায়ণ বসু, (ক) গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতি হরেক রকমের সমালোচক সাহিত্য-রসতত্ত্ব বিচার করেছেন, প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রকৃতিগত ধর্ম্মের দিক হ'তে আর আলোচনাও হয়েছে নানা সাহিত্যের—সংস্কৃত সাহিত্যের বৈষ্ণব সাহিত্যের, বঙ্কিমের, মাইকেলের, আধুনিক কাব্যের —প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, উপক্রমণিকায়, একাধিক অধ্যায়-সম্বলিত গ্রন্থে, নানা প্রকারে। বহুরূপী বঙ্কিমও নেমেছিলেন বাংলা সাহিত্যে সমালোচকের বেশে। কিন্তু কুত্রাপি সেই অনন্ত ভূমার প্রতি নির্ব্বাতশিখাবৎ একাগ্রচিত্ত আবার বিশেষ রসাস্বাদে মজ্‌গুল যোগিবর দার্শনিক রস-তাত্ত্বিকের আবির্ভাব দৃষ্ট হয় না। বিবরণ মেলে, ব্যাখ্যা মেলে, তুলনা-প্রভেদ-বিচার মেলে, কিন্তু মেলে না

(ক) রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা (১৩ই বৈশাখ, ১৮০০ শক)।

(খ) গঙ্গাচরণ সরকার—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা—বক্তৃতা (আষাঢ়, ১২৮৬)।

সেই পরম তুরীয় বস্তু, এক বিরাট্ রসতন্ত্রের সরঞ্জাম। যৎকিঞ্চিৎ দার্শনিকতার আভাস যা মেলে অজিতকুমারের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তা হচ্ছে বিদেশী ভাষা হতে স্বদেশী ভাষান্তরিত মাত্র। পরিপক্ব হবার আগেই—স্বায়ত্ত হবার আগেই, অজিতকুমারকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছিল। এ গেল রসিক দার্শনিকের কথা। এবার এল দার্শনিকেষু রসিকের কথা। বাংলা সাহিত্যে দার্শনিকই নাই ত দার্শনিকের রসিকতা! যদিও এই মোটা কথা বলবার সময়, আমরা ক্ষেত্রমোহন. রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি আচার্য্যের নাম বিস্মৃত হই নি। বাংলা দর্শন আর কিছুই নয় দেব-ভাষার জিনিষ মানব ভাষায় আমদানী, অনুবাদ বা ব্যাখ্যা মাত্র। জীবনতত্ত্বের মাল মসলা রামেন্দ্রসুন্দর জড় করতে চেষ্টাবান হয়েছিলেন নানা দিক হতে, আচারতত্ত্ব হতে, ভাষাতত্ত্ব হতে, প্রকৃতিতত্ত্ব হতে—কিন্তু সে উপকরণের উপর কোন ইমারৎই খাড়া হ'ল না। 'জিজ্ঞাসার' দু এক স্থানে তিনি 'সৌন্দর্য্য কি?' এই প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, আর সেই প্রশ্নের সমাধা করতে সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের কিছু আলোচনাও করেছেন। কিন্তু Croce বা Dilthey'এর বিপুল আয়োজনের কাছে সে অতি নগণ্য, একজন নানা তত্ত্ববিদ্, নানাকল্পী পুরুষের জ্বালাময়ী প্রেরণার বৈয়র্থ্যই ঘোষণা করছে। মানবহৃদয়ের চির-প্রতিষ্ঠিত বৈচিত্র্যানুভূতি হতে অশেষ বিশ্ববিমোহন রূপই উদ্ভূত হয়েছে আধুনিক যুগের রোমাণ্টিক চিন্তার

ইতিহাসে। D. Fawcett'এর বিশ্বকল্পনা (Cosmic Imagination), ফরাসী দার্শনিক-রসিক Guyau'র প্রেম-তাদাত্ম্য-সম্ভূত প্রেরণা, A. Fouillée'র অগ্নিগর্ভ আইডিয়া (Idée-Force), Croce'র ব্যঞ্জনা, Dilthey'এর মূর্চ্ছনা ইত্যাদি ইত্যাদি—এ সবই নানা প্রভাবে বিচিত্র-ভাবে তরঙ্গায়িত, লীলায়িত, বিক্ষোভিত, অসীম জীবন-বৈচিত্র্যের মর্ম্মস্পর্শী অতি নিবিড় অনুভূতিতেই মূর্ত্তিমতী হয়েছে। ঈদৃশ বিরাট্ রূপ বাংলা-সাহিত্যের কোন দার্শনিক রসিক বা রসিক-দার্শনিকেরই হাতে এ পর্য্যন্ত ধরা পড়েনি। বাঙ্গালী কাব্যে, নাট্যে, গদ্যের ও নানা স্থানে নিজের বিশিষ্ট গরিমা ও স্বাতন্ত্র্য অনেকটা বুঝতে পেরেছে ; কিন্তু সে তাহা বোঝাতে পারে না পরকে। বৈষ্ণব কবি, কবিওয়ালা, রামমোহন রায়, বঙ্কিম, হেম, নবীন, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল—নানা রসের সৃষ্টি হয়েছে ; কিন্তু কোন এক নূতন রসতত্ত্ব বা রসতন্ত্র গঠিত হয় নি কোথাও, বহুরূপী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যালোচনায় ক্বচিৎ কখন তার আভাস পাই মাত্র—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে মূর্ত্তিমতী হয় নি, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

(ক) যথা 'সৌন্দর্য্যবোধ', বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ পৌষ। এস্থলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র সমালোচনা-পুস্তিকাবলী অবশ্য উল্লেখযোগ্য—সাহিত্যালোচনায় মাত্র Experiments হিসাবে।

[illegible] ২২।

রসিকেষু দার্শনিক—NOVALIS।

সাহিত্য-জগতে এমন দু একটা অদ্ভুত জীব দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা না কবি, না দার্শনিক—না পূরাদস্তুর প্রেমপন্থী মিষ্টিক। এঁরা হচ্ছেন এই তিনের plus আর একটা অজ্ঞেয় তুরীয়ের একটা বিচিত্র সমন্বয়। সাধারণ জীবনে যেটা হচ্ছে খুব খাপছাড়া, বীতশ্রী, এঁদের অন্তরতম জীবনে হচ্ছে সেটা বেশ সুসমঞ্জস, সুষমাময়—সাধারণ প্রাণনায় যেটা হচ্ছে মস্ত বড় একটা bathos, এঁদের নিবিড় অনুভূতিতে সেটা হচ্ছে একটা বিরাট climax'এর প্রথম ধাপ। 'সদাচারী', 'নিষ্ঠাবান', দার্শনিকদের মত এঁদের লক্ষ্য সমস্ত সত্য বা সমস্ত জীবন নয়—সমস্ত জীবনের আশ পাশ নিয়ে কারবার হচ্ছে এঁদের—যখন যেটা বেশ স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ে তখনই তাকে আরও 'উজ্জ্বল' করে তোলেন এঁরা তুলনা-প্রভেদ সাহায্যে—একেবারে হালের মামুলী জীবনের আকার ইঙ্গিত, তার সহিত পূর্ণ-জীবনের যোগাযোগ দেখিয়ে। তাই এঁদের সহিত আলাপ পরিচয় করতে হবে সাধারণ চিন্তা, সাধারণ জীবনের আদব কায়দা, সামাজিকতা সব গা হতে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে—আটপৌরে বেশে, একেবারে in undress; কারণ আমাদের জীবন ও চিন্তার কোন্ প্রথা,

কোন্ আচার, কোন্ সংস্কারের—যা আমরা কত কাল ধরে, পুরুষানুক্রমে হয় ত পোষণ করে এসেছি—উপর ঘা পড়বে কখন তা কে জানে, আর আবার আমাদের জীবনের দাম কষতে হবে আমূল—নতুন ভাবে, নতুন হারে!

ঠিক এই ধরণের জীব হচ্ছেন জর্ম্মান্ কবি Novalis। সাধারণ ইংরাজী-নবিশ পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট নোভালিস (Novalis) একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল নন্। কারণ বিগত শতাব্দীতে কার্লাইল যখন English Channel পার হয়ে টিউটনিক কবিগোষ্ঠীর সহিত আলাপ পরিচয় করেন, তখন এই অদ্ভুত জীবটি তাঁর মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, আর তিনি নিজের ধরণে—Carlylean রীতিতে তাঁর জীবনভঙ্গী, চিন্তাভঙ্গী, আলাপভঙ্গীর কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস দেন তাঁর স্বদেশবাসীদিগকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে। ইংরাজী সাহিত্যের মামুলী রিপোর্টে Carlyle-Novalis সম্বন্ধটা 'দুই পাগলের পিরীত' বলেই প্রকাশিত; আর এর পর ইংরাজী সাহিত্যে Novalis'কে নিয়ে বড় একটা নাড়াচাড়া হয় নি। সুতরাং এক ধরণের সাহিত্যে, মরমী সাহিত্যে, Novalis'এর আকার ও আয়তন যে কি পরিমাণ তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

জর্ম্মান্ সাহিত্যে নোভালিস হচ্ছেন একটা মস্ত বড় শক্তি। কত সংস্করণই না হয়েছে ও এখনও হচ্ছে

তাঁর গ্রন্থের, আর কত ভাবুকই না করেছে ও এখনও করছে তাঁর বচনের ধ্যান, মনন, নিদিধ্যাসন। নোভালিসের চিন্তাতত্ত্ব ও চিন্তাভঙ্গীর একটা প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—নানাভিমুখী পূর্ণতা আর ছিন্নতন্ত্রীকতা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মরমী সাহিত্য পরস্পর পরস্পরের পাশে রেখে যাচাই করলে, সাধারণ ভাবে, একটা লক্ষণ বেশ স্পষ্ট-ভাবে চোখে পড়ে—সেটা হচ্ছে প্রাচ্য ভাবুকের সমভাব-প্রবণতা আর প্রতীচ্য ভাবুকের আবেগপরায়ণতা, যদিও এই মোটা সূত্রের ব্যতিক্রমও আছে একাধিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে—Thomas à Kempis, Lamennais (১) ইত্যাদি। তাই সান্ত আর অনন্তের দিকে 'দুমুখো' Janus'এর মত স্থিরনেত্র প্রতীচ্য মরমী কবির ধ্যানভঙ্গী দেখে এদেশের কুলীন সমালোচক সম্প্রদায় সেটাকে—অনন্ত, ভূমা, পরব্রহ্ম তা যে ভাবেই তার নামকরণ হোক্—তার সহিত coquetry বা অতি প্রগল্‌ভ, ক্ষণিক একটা 'ইয়ারকী' বলে ঠাউরে নেন্। আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ, খাপ-ছাড়া বা ভাঙা-ভাঙা বলেই, সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে একটা মস্ত বড় সাহিত্যবিচার-বিভ্রাট। সমগ্র নোভালিস-সাহিত্যে আবেগ-উচ্ছ্বাসের, উত্থান-পতনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় একটা চেষ্টা—একটা প্রাণপণ সাধনা ঠিক ভাবানুযায়ী ব্যঞ্জনার জন্য, আর যে ভাবের কাছে (আমরা

(১) Lamennais : Paroles d'un croyant. (ভক্তের উক্তি)।

দেখব) তাঁর খুব 'জোরাল' শব্দও হার মানছে পদে পদে, প্রত্যেক ছত্রে, সে একটা অতি বিশিষ্ট—অতএব—সঙ্কীর্ণ প্রেরণা নয়, যা বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ হতে আজ পর্য্যন্ত অনেক প্রাণকেই মাতিয়েছে—সে হচ্ছে নানা বৈশিষ্ট্যময়, অতএব, উদার। নোভালিস-সাহিত্যের এই দিকটা বেশ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তাঁর (Fragmente) খণ্ড-চিন্তাবলীর মধ্যে।— * * *

"মানুষ হচ্ছে একটা বিরাট Metaphor। মানুষ কি? মানবাত্মা হচ্ছে বিশ্বপুরুষের একটা পূর্ণাবয়ব অলঙ্কার। সমস্ত প্রকৃত সংযোগ বা আলাপই হচ্ছে একটা Symbolism বা সঙ্কেতনা—আর প্রেমালাপই জগতের প্রকৃত আলাপ নয় কি? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষই হচ্ছে পরাসৃষ্টি—তার শিরাগুলি তাকে একটা উপরের জগতের সহিত বেঁধে রাখে আর চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে বিরাট গগনের দিকে। এই মানুষই আবার চোখ মেলে জগতের দিকে তাকিয়ে দেখে—বিশ্বের অনন্ত প্ল্যান বোঝবার জন্য! কি আশ্চর্য্য! সে নিজেই ত হচ্ছে একটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সর্ব্বশক্তির আধার কালবিন্দু! * *

* * * *

মানুষ মানুষ ছাড়া আর কিছুই গড়তে পারে না—তবে নিজেরই অংশভূত—মানবীয়। মানবজীবনের Equationটা হচ্ছে :—প্রেম = জীবন ; সৃষ্টির আধার = নারী। খুব পরিমার্জ্জিত একটা কয়লার টুক্‌রা আর একটা হীরক-

খণ্ড এক হ'লেও তার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে—পুরুষ আর নারীর মধ্যে প্রভেদও তাই।

* * * *

যেখানেই শিশুর আবির্ভাব সেই খানেই Golden Age'এর পুনরাবির্ভাব। প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি হচ্ছে শিশু—এক দিকে প্রকৃতি আর একদিকে পুরুষ বা ভবিতব্যতা—মধ্যে মানুষ প্রেমযোনি। শিশুরা এখনও একটা অজানা দেশের terra incognita'র—বস্তু হয়ে রয়েছে।

* * *

জর্ম্মানী হচ্ছে রোম। প্রত্যেক জর্ম্মানের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত আছে বিশ্বরাজ্যসংস্থাপনী একটা প্রেরণা যেটা জাগরূক ছিল প্রত্যেক রোমীয়ের প্রাণে। ফ্রান্স্ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যা কিছু ভাল বস্তু লাভ করেছে সে আর কিছুই নয়—জর্ম্মান্ জীবনতত্ত্বের একটু অংশ মাত্র। * * প্রত্যেক ইংরাজই হচ্ছে একটা দ্বীপ। (১)

* * *

বিশ্বের যাবতীয় গতি বা প্রণালীই হচ্ছে ঝঙ্কারময়। বিশ্বের ঝঙ্কার যার কাছে যতটা ধরা দিয়েছে তার বিশ্বও তদ্রূপ বড়। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে নিহিত আছে একটা স্বর্গীয় প্রকৃতিগত ঝঙ্কারবোধ। * * এই ঝঙ্কারবোধই হচ্ছে প্রতিভা।

---

(১) Novalis : Anthropologische Fragmente (নৃতত্ত্ববিষয়ক খণ্ডচিন্তাবলী)

*   *   *

কবি হচ্ছেন বৈদ্য—প্রজ্ঞার ক্ষতস্থান সকল ভাল করে দেন কাব্যসুধাযোগে। (২)

*   *   *

গণিতটা আর কিছুই নয়—যাবতীয় জ্ঞানখণ্ডের একটা বিরাট সমন্বয়। সমগ্র অনুপ্রেরণাই হচ্ছে গীতিমূলক, অতএব গণিতমূলক। শ্রেষ্ঠজীবনই হচ্ছে গণিতমূলক।(৩)

*   *   *

পুরুষ ব্যক্তি হিসাবে অনন্ত—কিন্তু বস্তু হিসাবে সে ক্ষুদ্র, স্বল্পায়তন। প্রকৃতি ব্যক্তি হিসাবে ক্ষুদ্র—কিন্তু বস্তু হিসাবে সে অসীম।

*   *   *   *

অদৃষ্টের টানটা আর কিছুই নয়, প্রাণের প্রেরণা মাত্র—ক্রিয়াকলাপের জালের ভিতর দিয়া আমরা অদৃষ্টের করতলগত হয়ে পড়ি। (৪)

Anthropologische বা নৃতাত্বিক প্রভৃতি নানান্ বিষয়ক খণ্ডচিন্তাবলী হতে মাত্র দু চারটি নমুনা যা উপরে

---

(২) Novalis : Ästhetische Fragmente (আর্টবিষয়ক খণ্ডচিন্তাবলী)

(৩) Novalis : Mathematische Fragmente (গণিত-বিষয়ক খণ্ডচিন্তাবলী)

(৪) Novalis : Naturphilosophische Fragmente (প্রকৃতিতত্ত্ব-বিষয়ক খণ্ডচিন্তাবলী)

ধরা গেল যথাসম্ভব মৌলিক রূপ ও 'চটক' বজায় রেখে তা হতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে নানামূর্ত্তিময় চিরচঞ্চল জীবনকে ধরবার, বোঝবার, আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন নোভালিস 'আশপাশ' দিয়ে, নানা দিক হতে—দর্শন, মনস্তত্ব, নৃতত্ব, ধর্ম্ম, ইতিহাস, আর্ট ইত্যাদি নানান্ angle হতে। মাত্র একটা সুরে মজ্‌গুল নন্ এই আলোচ্য জর্ম্মান্ মিষ্টিক—তিনি নানা সুরের যুগপৎ আলাপে প্রয়াসী —যে বৈচিত্র্য প্রাচ্য মরমীকাব্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রেমপন্থী কবীরের বীণা ছিল একতারা—তাতে বাজত মাত্র একটা সুর, যা হচ্ছে—দেবভাষায়—'বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ', আর কবীরের প্রাকৃতভাষায়—

প্রেম গহৌ নিরভয় রহৌ, তনিক ন আবৈ পীর।
যহ লীলা হৈ মুক্তিকী, গাবত দাস কবীর॥

আমাদের আরও নিকটের—একেবারে 'ঘরাও'—কবি রামপ্রসাদের বাঁশী হতে ফুটত মাত্র প্রসাদী তান; সহস্র আলাপ মূর্চ্ছনার মধ্য হতে ভেসে ওঠে মাত্র সেই একটা খেই; আধা-সঙ্কেতনী, আধা-মরমী, প্রসাদী গীতির সত্বাই প্রকাশ হয়েছে খুব সঙ্কীর্ণ (তা হলেও খুবই নিবিড়) একটা সাম্প্রদায়িক কল্পনার জালের ভিতর দিয়ে, একটা সাম্প্রদায়িক জীবন ও চিন্তার ঠাট ধরে। আর বিদেশী কবিদের মধ্যে যাঁরা হচ্ছেন মিষ্টিক তাঁদের মধ্যে অনেকেই The Hound of Heaven'এর মত মাত্র দু চারটি কবিতা লিখেই 'খালাস'—শান্ত; যতক্ষণ সত্বার সহিত

একেবারে চোখোচোখি, ততক্ষণই একটা স্পন্দন জেগে থাকে—সে স্পন্দন গভীর হয়ে নিখিলজীবননিয়ন্ত্রী একটা প্রেরণা হয়ে ফুটে ওঠে না। আবার ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে যাঁরা হচ্ছেন 'মার্কা মারা' মিষ্টিক—যথা Blake, Swedenborg, Boehme ইত্যাদি—তাঁদের কেউ কেউ হচ্ছেন আধা-ভৌতিক, আধা-ঐহিক একটা কল্পনায় বিভোর, যথা Swedenborg আর তস্য শিষ্য Blake ; আর কেউ কেউ Boehme'র মত ধর্ম্মই জীবনের একমেবাদ্বিতীয়ম্ 'মানদণ্ড' ভেবে ভক্তিভাবে গদ্‌গদ। নোভালিসের সমস্ত মনন, সমস্ত সাধনাই হচ্ছে 'মরমী', আর সে সাধনা বহুমুখী, যেহেতু নোভালিসের মধ্যে যিনি ছিলেন রসিক-আত্মা তিনি জীবনের নানা সম্ভাব্য মানদণ্ডের প্রতি সমস্পন্দী—জীবনের নানা facets'এর দিকে উদ্‌গ্রীব।—

"দর্শন প্রকৃতিকে স্পষ্টীভূত (বোধগম্য) করে না—প্রকৃতি স্পষ্টীভূত হয় স্বতই।"

* * *

দার্শনিক হচ্ছেন সমস্যাজীবী, যেমন মানুষ হচ্ছে খাদ্যজীবী—যে সমস্যা হচ্ছে সমাধাতীত সে হচ্ছে একটা খাদ্য যা খেলে 'গরহজম' হয়।

* * *

সবচেয়ে জোরবন্ত, দমনী, শাসনী শক্তি Kant পেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে অন্তরতম স্থানে—যেটা পুরাকালের

দার্শনিকসম্প্রদায় ভাবতেন মানুষের বাহিরে কোথাও না কোথাও নিহিত। (১)

* * *

খাঁটি, আদর্শ ক্লাব হচ্ছে ইন্‌ষ্টিটিউট্ আর সঙ্ঘের একটা সংমিশ্রণ--ইন্‌ষ্টিটিউটের মত আছে এর একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য—কিন্তু সে লক্ষ্য 'জমাটবাঁধা' নয়, বেশ তরল, বহুরূপী--এক কথায় মানবিকতা। সমস্ত লক্ষ্যের পিছনে আছে একটা প্রেরণা—সঙ্ঘের মধ্যে থাকে বড় বেশী একঠা আমোদপ্রিয়তা। (২)

* * *

Hans Sachs' এর মধ্যে মেলে খাঁটি টিউটনিক উপকথার একটা রূপক-নীতিমূলক পরিকল্পনা বিশেষ।

* * *

জগতে ছোট কবি যত জন্মেছেন এ পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে একজন শেরা কবি হচ্ছেন Voltaire—তাঁর Candide হচ্ছে একখানা Odyssey। ভল্টেয়ারের জগতকে প্যারী-বাসী গৃহস্থের অন্তঃপুরস্থ আড্ডা মনে করলে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে। Voltaire'এর

---

(১) Novalis : Philosophische Fragmente. (দর্শন-বিষয়ক খণ্ডচিন্তাবলী)

(২) Novalis : Anthropologische Fragmente. (নৃতত্ত্ববিষয়ক খণ্ডচিন্তাবলী)

ব্যক্তিগত ও জাতিগত অহমিকা যদি মাত্র এক ডিগ্রী কম হত, তা হলে তাঁর বিশ্বও বিশালতর হয়ে উঠত।

* * *

প্রাচীন ফরাসী সাহিত্য ও চিত্রকলায় কেন্দ্রীভূত Monad হচ্ছে Epigram। (১) * * * নোভালিসের Fragmente বা খণ্ডচিন্তাবলীমধ্যে পাই না শুদ্ধ পরব্রহ্ম, নারী, প্রেম ইত্যাদি চরম, অতএব খুবই মামুলী, অনেক কালের পুরাণ সত্য বিষয়ে কতকগুলি অতি মামুলী, শূণ্যগর্ভ, দমকা উচ্ছ্বাস—সেখানে মেলে Shakespeare, Voltaire, Goethe, Klopstock প্রভৃতি বড় বড় নানা সাহিত্যের রস স্বল্পভাষায় পরিস্ফুট; Kant, Schelling, Schlegel প্রভৃতি বিবিধ দর্শনের মূলগত ভিত্তি ও গঠন-বৈচিত্র্য মর্ম্মস্পর্শী সূত্রাবলী-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। প্রকৃতিতত্ত্ব বিষয়ক খণ্ডচিন্তাসমূহ-মধ্যে নোভালিস যে অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন সে Schelling'এর লালসার মত অদম্য, অব্যাহত; সমস্ত আবরণের অন্তরে, সমস্ত বাধার বাহিরে প্রকৃতির অন্তরতম মোহন রহস্য তিনি উদ্ঘাটিত করতে প্রয়াসী—মনস্তত্ত্ব বিষয়ক Fragmente'র মধ্যে বিনাশী দেহ আর অবিনাশী আত্মার মধ্যগত খাপে খাপে সহস্রমিল সত্ত্বেও সহস্র

---

(১) Novalis : Aesthetische Fragmente. (আর্ট-বিষয়ক খণ্ডচিন্তাবলী)

গরমিল দেখে তাঁর 'লাগল ধন্দা', ঠিক হালের একজন মনস্তত্ত্ববিদ্‌বিশিষ্টেরই মত—আবার ধর্ম্মতত্ত্ব সূত্রমধ্যে বাঁধবার সময় Spinoza'র ভগবৎ-প্রেমের কথা ভেবে তিনি স্বয়ং হলেন মাতোয়ারা। বাংলার জল হাওয়ার গুণেই হোক্ বা বাংলা ভাষায় বড় বেশী একটা কোমলতা আছে বলেই হোক্ বা বাংলা ভাবেরই কেমন একটা প্রকৃতিগত ভ্যাস্‌ভ্যাসে তারল্য থাকার দরুণই হোক্, বাংলা ভাষায় সূত্র-সাহিত্য বলে কোন সাহিত্য এপর্য্যন্ত গড়ে ওঠেনি—তবে ভবিষ্যতে যে উঠবেনা তা কে বলতে পারে?—বাংলা ভাষা অনেক হিসাবে অঘটনঘটন-পটীয়সী—তবে ফরাসী সাহিত্যের Pensée বা সূত্র-শাখার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আমাদের প্রায়ই কাণে পৌঁছে—অর্থাৎ ফরাসী সূত্র সাহিত্য হ'ত (অবশ্য Pascal'এর Pensées'এর মত দু একটা নমুনা বাদ) এই প্রমাণ হয়, যে ফরাসী প্রতিভার মধ্যে আছে কেমন একটা আয়াস-প্রিয়তা, বিলাসিতা, জোরবস্তু, তৎপর, ভাবপ্রসূ মোটেই নয়—সে অভিযোগ নোভালিসের Fragmente'র বিরুদ্ধে মোটেই টেকে না। পাতার পর পাতা চলেছে—দেড় হাজারেরও উপর সূত্র নিবন্ধ—ব্যক্তিগত ও সমাজ-গত জীবনের অনন্ত সমস্যাবলী বিষয়ে নানারূপী, বহুমুখী চিন্তার স্রোত—যেমনি প্রখর তেমনি চিরনূতন—মিষ্টিক-রসে প্রাণবন্ত, জ্ঞান ও ভক্তির ছায়ালোকসম্পাতে বিচিত্র, অপূর্ব্ব—যদিও খাঁটি সত্যের 'খাতিরে' আমাদের মানতে

হবে, যে এহেন মিষ্টিকরাজেরও স্খলিতপদ হতে হয়েছে মাঝে মাঝে একেবারে বেরসিকের মত। যথা ঃ—

... ...

সুরলোকের জীবন হচ্ছে গণিতমূলক। দেবগণের প্রেরিত দূতবৃন্দ প্রত্যেকেই হচ্ছেন একজন গণিতজ্ঞ—ইত্যাদি—(১) ... ...

এ হচ্ছে একটা পাগলামি বা 'ন্যাকামি'—বা সাধু ও পরিমার্জ্জিত ভাষায় একটা মস্ত বড় শ্রীবিহীন faux pas।

নোভালিসের চিন্তাবলীর গঠনসৌষ্ঠব ও বিন্যাস-বৈচিত্র্যের কথা আমরা উপরে সাধারণভাবে বলেছি—তার মূলগত প্রেরণাও আমরা আকার ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত উল্লেখমাত্রই করিনি তাঁর ভাবনাভঙ্গীর অতি বিশিষ্ট, অতি বিচিত্র একটা লক্ষণ। নোভালিস হচ্ছেন ছায়াপন্থী। জলালুদ্দিন রুমী ছিলেন একজন আলোর পথিক—"প্রেমের প্রদীপ-" উন্মুখা ; সমগ্র সুফী সাহিত্যই হচ্ছে এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ তানে মুখর। Richard Rolle, Chretien de Troyes, Walther von der Vogelweide, দান্তের পার্শ্বচর Petrarch প্রভৃতি দেশ বিদেশের সমস্ত মধ্য

---

(১) Novalis : Mathematische Fragmente. (গণিত-বিষয়ক খণ্ডচিন্তাবলী)

যুগীয় মরমী সাহিত্যই হচ্ছে সেই অনন্যমূর্ত্তি চিরপরিচিত-সুরে ঝঙ্কৃত। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতম ধারার প্রবর্ত্তয়িতা গ্যেটে পাগল হয়েছিলেন 'আলো' 'আলো' করে—বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথেরও চাই 'আলো'-'আরও আলো'। নোভালিসের চোখে কিন্তু—আলো মোটেই 'সয়' না; তিনি আঁধার-উন্মুখী। আর নিবিড়োজ্জ্বল সান্দ্র আঁধার-গর্ভে—সকল 'চোখের' অন্তরালে—যে স্বপ্নে যোগিবর নোভালিস সদাই ছিলেন বিভোর, সে স্বপ্নের আধাপরিস্ফুট, আধা-ইঙ্গিতলভ্য চিত্রবিচিত্র ছবি মেলে তার বিখ্যাত Hymnen an die Nacht বা নিশাস্তুতি-মধ্যে।

... ...

রবি কি প্রতিদিনই উদয় হবে ঘুরে ঘুরে? ঐহিক শক্তিটা সান্ত নয় কি?............আলোর রাজ্যের মানদণ্ড হচ্ছে কাল, নিশার রাজ্য হচ্ছে দেশকালাতীত।(১)

... ...

যা কিছু আমাদিগকে সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করে সে সবই নিশার রক্তে রঞ্জিত নয় কি? মাতৃরূপে বিভাবরী তোমায় পালন করছেন, আর তোমার সমস্ত গৌরব তাঁরই করুণার ফল। (২) ... ...

নিশার গর্ভ হতে সমস্ত জগত উদ্ভূত হয়েছে—যাবতীয় দেব দেবী সেই দিকে ধাবমান, অবিচলিত দৃষ্টে—এখন

(১) Novalis : Hymnen (স্তুতিমালা) 2.

(২) Novalis : Ibid 3.

নিদ্রাভিভূত, কোন এক বিভিন্ন জগতে নব নব শক্তিময়ী মুর্ত্তি ধরে জাগ্রত হবার নিমিত্ত। (১) ... ...

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী প্রসঙ্গে নোভালিসের ভাব রাজ্যের এই গুপ্ত প্রকোষ্ঠের কথা আমরা বলেছি, তার অন্তরগত রহস্যও ভেদ করতে চেষ্টা করেছি, তুলনা-প্রভেদের আলোক সম্পাতে; অতএব এইখানেই ক্ষান্ত হব বিনা বাগ্‌বাহুল্যে। তবে একটা কথা বলে রাখি যে নোভালিসের ঈদৃশ ভাবনাভঙ্গী ইয়োরোপীয় কাব্যের রোমাণ্টিক-কল্পনা-প্রসূত 'সাধারণ', 'মামুলী', স্থিরনেত্র, নিবিড় আত্মচিন্তা বা self-introspection' এর রূপান্তর মাত্র নয়—এ হচ্ছে তাঁর সমস্ত মননের একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিগত ভঙ্গিমা। আর এই ভাবনাভঙ্গী—আরও বলি—নোভালিসের পর জর্ম্মান্ কাব্যের 'পথে ঘাটে', প্রায় না হলেও অনেক সময়ে, চোখে পড়ে। যথা—

"নিশার মধ্য দিয়ে আমার চোখে এসে পড়ে সত্যের আলোক"—Körner। (২) গোড়াতেই আমরা বলেছি যে Novalis'এর কারবার হচ্ছে মানুষের জীবনের আশ-পাশ নিয়ে; তবে সেই আশপাশেরই মালমশলা সকল একত্র জড় হ'য়ে একটা principle বা তত্ত্ব হ'য়ে গড়ে উঠেছে (বা তার উপক্রমমাত্র হয়েছে) তাঁর হাতে, Die

---

(১) Novalis : Ibid, 5.

(২) Durch die Nacht bricht mir das Licht der Wahrheit.—Körner.

Lehrlinge zu Sais'এর ('Sais'এর শিশুশিষ্যবর্গ') মধ্য দিয়ে Heinrich von Ofterdingen'এ। Die Lehrlinge'এ Novalis এঁকেছেন একটা বিচিত্র দৃশ্য—Sais'এর মন্দিরে মানুষ শিখছে প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য বুঝতে, তার সহিত মানবজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে—মিষ্টিক-রসে আপ্লুত হ'য়ে।

"তুমি কি জান না যে প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তির পূর্ণবিকাশ রয়েছে "in wilder Gedankenlosigkeit" (একটা বিরাট বিশৃঙ্খল প্রজ্ঞারাহিত্যে)! তুমি জান না যে তোমার স্বকীয় প্রকৃতিই হচ্ছে একটা প্রজ্ঞার খেলা—তোমারই প্রজ্ঞা-সম্ভূত তোমারই স্বপ্নের একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা" (ক)

ইত্যাদি প্রকৃতিতত্ত্ব Sais'এর শিষ্যবর্গ সাগ্রহে শুনত, যা পাঠকের স্থানে স্থানে, Schelling'এর প্রকৃতিতত্ত্ব ও Rousseau'র Emile'এর কথা যুগপৎ মনে পড়িয়ে দেয়। Die Lehrlinge'এর Natur বা প্রকৃতি কোমলতর ও সুন্দরতর হ'য়ে—করতলগম্য যদিও অতীব পিচ্ছিল হ'য়ে—রূপকের বেশে Heinrich von Ofterdingen'এ আবির্ভূত হয়েছে, "die blaue Blume" বা 'নীলপ্রসূন'-আখ্যায় অভিহিত হ'য়ে। Heinrich (বা হেনরী) হচ্ছেন কবি-আত্মা—তিনি সেই নীলপ্রসূনের পাছে পাছে আমরণ ঘুরেছেন—সেই নীলপ্রসূন আর কিছুই

(ক) Novalis : Werke, Part II, p. 35.

নয়, তাঁরই হৃদয়প্রতিমা Mathilde। Tieck' এর ভাষায় "Er findet die blaue Blume, es ist Mathilde" (ক) "তিনি সেই নীলপ্রসূন খুঁজে পেলেন, সেই হচ্ছে তাঁর Mathilde")। Novalis'এর Heinrich von Ofterdingen'এর কল্পনা ও গঠনে Goethe'এর Wilhelm Meister'এর প্রভাব সুস্পষ্ট (খ)। Novalis'এর এই দুই রসাধার হচ্ছে আত্মজীবনীর ছায়ায় রূপক, আখ্যায়িকা ও দর্শনের একটা অনুপম সংমিশ্রণ। কিন্তু Novalis'এর Lehrlinge'র প্রকৃতি বা তাঁর Heinrich'এর 'নীলপ্রসূন'—কোনটিই Wordsworth'এর Nature'এর মত বিরাট ও সুসংহত নয়, রবীন্দ্রনাথের "অরূপ রতনের" মত চির-plastic নয়; তবে এটা ঠিক, যে বাংলা সাহিত্যে জীবনী, রূপক, আখ্যায়িকা ও দর্শন, এই উপাদান-চতুষ্টয়ের ঈদৃশ সন্ধিস্থল অতি বিরল, যার মধ্যে পাব—নিবিড়োজ্জ্বলভাবে—Goethe'র Wilhelm Mester বা Roland'র Jean Christophe'এর মত একটা "enzyklopädische Tendenz" ("বিশ্বব্যাপক গতি")।

(ক) Ibid p. 192.

(খ) Dilthey : Erlebnis und Dichtung, pp. 336 et Seq.

দার্শনিকেষু রসিক—GUYAU.

বাংলা সাহিত্যে 'দার্শনিকেষু রসিক' 'বড় একটা' মেলেই না—আর যা দু একটা ঈদৃশ বিকারগ্রস্ত পুরুষ চোখে পড়ে বহুমুখী বাংলা সাহিত্যের অলিগলিতে তাঁদের চিন্তার বাহন হচ্ছে গদ্য—পদ্য নয়। 'অভয়ের কথা'-প্রণেতা ক্ষেত্রমোহন ছিলেন বেশ রসিকতাপটু—আর অভয়ের কথাকে বাণীমধ্যে চিরকাল ধরে আট্‌কে রাখতে যে যোজনা বা ব্যঞ্জনা চাতুরীর পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন, তার মধ্যে আছে যথেষ্ট রসিকতা—যেমনই শক্তিমতী তেমনই প্রাণবন্ত, ক্ষীণ, নির্জীব, anaemic মোটেই নয়। রামেন্দ্রসুন্দরও ছিলেন একজন পাকা রসিক—তাঁর রসিকতা মধুর হয়ে ফুটে উঠত যখন তিনি বসতেন 'ঠাকুরদাদার চালে', মিষ্টি ভাষায়, গল্পচ্ছলে, জ্ঞানাভিমানী বৈজ্ঞানিকের দর্প চূর্ণ করতে—'জিজ্ঞাসার' পাতায় পাতায় তার প্রমাণ স্পষ্ট। এঁদের উভয়েরই রসিকতার পাক হচ্ছে গদ্যের পাক—অম্লমধুর; সহজ ছন্দানুগ 'মিঠে' পদ্যের নয়—। আর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যতটুকু রসিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'—অবশ্য সেটা কাব্য হ'লেও, তার পরিকল্পনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, দেশ বিদেশের, নানা, মধ্যযুগীয়, সমপ্রাণ সাহিত্যরীতির মূলতঃ অনুকরণ বলেই হোক্ বা আর যে কারণেই হোক্ —সে রসিকতা হচ্ছে অতি 'বেখাপ্পা', আর 'বেখাপ্পা'

বলেই অনেক সময়ে বেশ জোরাল হলেও সকল স্থলেই অসুন্দর—ঠিক যেন কষ্ট-কল্পিত রসিকতার মাত্রাধিক্যে 'বিপর্য্যস্ত' একখানা হালের morality play 'যা ইউ-রোপীয় সাহিত্যে আজ কয়েক বৎসর হল দেখা দিয়েছে—মহাকাব্য দৃশ্যকাব্য আর লিরিকের একটা কিম্ভূত কিমাকার সমাহার।

এই 'ত্রয়ী'র নামোল্লেখের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এই অতি 'ছোট' অধ্যায়টি এইখানেই সমাপ্ত করে, আমরা প্রয়াস পাব একজন বিদেশী দার্শনিকেষু রসিকের রস-তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদানগুলি বিশ্লেষণ সাহায্যে সরল ও সহজ করতে, তার পরিকল্পনা ও সঙ্কেতনা তুলনা-প্রভেদ সাহায্যে আরও স্পষ্ট করতে। বহুকল্পী ফরাসী ভাবুক Guyau (গিয়ো) হচ্ছেন খাঁটি—আসল—একজন 'দার্শনিকেষু রসিক' পুরুষ—তাঁর সমস্ত দর্শনের প্রেরণাই হচ্ছে মূলতঃ aesthetic যেমন Croce'র সমস্ত দর্শনের বা দর্শনভঙ্গীর প্রেরণা—উদ্দীপনা—হচ্ছে মূলতঃ aesthetic—কলাপ্রাণ। ঈষৎ 'হাল্‌কাভাবে' ভাবলে, 'খেয়ালের' একটু অভাব হলে, গিয়ো'র কথা ভাববার সময় আরও অনেকের কথা মনে ঘনিয়ে আসবে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের, Lucretius হতে Goethe, Browning, Lamartine পর্য্যন্ত—যাঁরা হচ্ছেন সম-আকৃতি, কিন্তু বিষম-প্রকৃতি। Guyau'র 'Vers d'un Philosophe' ('দার্শনিকের বাঁশী') হচ্ছে একটি বিশিষ্ট

সাহিত্যবস্তু—যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রসিকতা-পটুত্ব—যথায় ছন্দের মধ্যে ধরা পড়েছে বিচিত্রসঙ্কেতনা-বিশিষ্ট, নানা রঙে রঙিন, বহুমুখী কতকগুলি দার্শনিকের অন্তরতম নিবিড়—অনন্ত রসের উৎস—সপ্রকাশ moments, কালবিন্দু। Lucretius'এর সহিত Guau'র তুলনা মোটেই চলবে না ; যেহেতু Lucretius'এর De Rerum Natura'র বাহিরের রূপটা অনেকটা সরস হলেও, তার অন্তরগত ভাবটি হচ্ছে বেশ কাটা ছাঁটা একখানি দর্শনবাদ। আর Goethe, Browning, Lamartine—যদিও এঁদের প্রত্যেকেই দর্শনমূলক নাট্য, উক্তি বা আত্মচিন্তার 'জনয়িতা' বলে সাহিত্য-ইতিহাসে বিখ্যাত, তা হলেও এঁদের মনের গড়নই হচ্ছে অন্য এক ধরণের— জীবনের ছাঁচই হচ্ছে মূলতঃ বিভিন্ন আকারের—এঁরা হচ্ছেন আগে ভোগী পরে যোগী—রসিকেষু দার্শনিক ন তু দার্শনিকেষু রসিক।

Guyau'র 'Vers d'un Philosophe'হচ্ছে চার টুক্‌রায় বিভক্ত—ভাবরাজ্য, প্রেমরাজ্য, আর্ট, ও পুরুষ ও প্রকৃতি বা প্রকৃতি ও পুরুষ—যদিও এটা অবশ্য সকল সময়েই মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত সাহিত্যবস্তুটাই হচ্ছে একটি টুক্‌রা—একজন বহু ও বিবিধকল্পী পুরুষের বহু ও বিবিধ রাগে শোভন একখানি ছবি—যার মধ্যে কবির সমস্ত সত্ত্বা ফুটে ওঠেনি। বইখানির একেবারে গোড়াতেই যে কবিতাটি আমাদের চোখে পড়ে তথায়—

অর্থাৎ কলম ধরেই—দার্শনিক গিয়ো বিস্মিত হয়েছেন নিজেরই মনের আব্‌ভাব দেখে—তাঁর উদ্দাম বিশৃঙ্খল ভাবরাজিকে পোষ মানতে দেখে আবার পোষ মেনে ছন্দঃপিঞ্জরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বরাজ স্থাপনা করতে দেখে।

"আমার মনটা কি খেয়ালী! এত প্রশস্ত উন্মুক্ত পথ হঠাৎ ছেড়ে, আঘাত খেয়ে, কাঁপতে কাঁপতে আসছে ছন্দের মধ্যে ধরা দিতে!" (১)

তিনি একেবারে অবাক্ যখন আরও দেখলেন তাঁর শ্রীবিহীন ভাবগুলি সুঠাম হ'য়ে গড়ে উঠেছে ছন্দের চাপে। ভাবরাজ্যের সিংহদ্বারের চাবিটি পাই আমরা ঠিক তার পরের কবিতাটিতে 'Voyage de Recherche'এ—আর একখানা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' যেখানে দার্শনিক কবি Guyau সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক জাল হ'তে উন্মুক্ত হয়েছেন বিশ্বমাঝারে, নিশ্চিত-অনিশ্চিতের মধ্যে, তিমিরালোকের মধ্যে ধ্রুবসত্যের অনুসন্ধানে—রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বাসের জোরে একতানা 'তটিনীর' ন্যায় উল্লাসে গেহে যাওয়া তাঁর মোটে 'আসেই' না।

"জীবনে শান্তি কোথায় তা কে জানে! (উপরের) বিরাট গগন ত একেবারে নির্ব্বাক্—সে মৌন সুনিবিড়

---

(১) Quel est donc ce caprice étrange, ô ma pensée,
De quitter tout à coup les grands chemins ouverts
Et de venir ainsi, palpitante et froissée,
T'enfermer dans un vers ?

—কিন্তু তিমিরাবৃত অনন্তের দিক হতে মনে হচ্ছে কি অদ্ভুত 'বস্তু' আমার অভিভূত হৃদয়ের মধ্যে পথ কেটে নিচ্ছে।" (১) Guyau'র "quelque chose" ('একটা কিছু') আর রবীন্দ্রনাথের 'কোন্', 'কেমন্' বা 'কোথা'—এর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। Guyau হচ্ছেন চির-সংশয়ী আর তাঁর সমস্ত ব্যাপক সংশয়ের পিছনে আছে ক্ষীণ হ'লেও প্রাণবন্ত, সুগুপ্ত হ'লেও জ্বলন্ত, একটা বিশ্বাস—যা বাত্যাহত হ'লেও চিরস্থির—আর যার অভাবে শিল্পীর সমস্ত জীবন, সমস্ত সাধনাই হবে পণ্ড। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের মত অবাঙ্‌মনসগোচরা শক্তির প্রতি বিশ্বাসরূপ কোন সংস্কার নিয়ে আসেন নি ফরাসী দার্শনিক-রসিক Guyau ইহজীবনে। যে সংশয়ী আত্মা ম্যাথু আর্ণল্ডের পিছন হ'তে তাঁর সমস্ত আর্ট বিপর্য্যস্ত, 'ভেস্তে' দিয়েছিল,—যার সহিত প্রেমের বোঝায় Swinburne হলেন চির-অসুখী—যা জর্ম্মান্ কবি Wedekind কে পাগল করেছিল, আর তিনি নিজের মানব শরীরকে দাঁত দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন 'verhöhnt bei den Gottern' ('দেবতাদের টিট্‌কিরী খেয়ে') সেই সংশয়ী, স্বৈরচারী আত্মাকে তিনি আর্টের ললিত সূত্রে বাঁধিবার জন্য প্রয়াসী। Illusion Féconde (সারগর্ভ মায়া) এর সমস্ত নিষ্কর্ষই হচ্ছে সেই একটা লাইনে "De nos illusions se fait la verité"

(১) Voyage de Recherche—শেষ stanza।

[সত্য মায়ামধ্যেই গড়ে ওঠে।] (১);
আবার তার প্রমাণও মেলে ঃ—

"মা বললেন 'শিশু আমার ঘুমন্ত'—সেই ঘুমন্ত শিশুরই অন্তরে জেগে উঠবে ভবিষ্যতের সকল নারী-আত্মা।" (২)

গিয়ো হচ্ছেন জীবন-উল্লাস-মদমত্ত আর তাই বোধ হয় একদিন অনিমেষ নয়নে তিনি চেয়েছিলেন গোর-স্থানের পাশে সেই অপরিচিত মন্থরগতি নারীর অধর পানে, যখন তারই এক কোণে একটা 'বড়' প্রাণবন্ত হাসি ফুটে উঠছিল, আর অপর কোণে বিষাদের রেখা নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসছিল—

"সকল সময়েই সে হাসছিল যে হাসি কষ্টময়, এক একটা ঝোঁকের মাথায়।" (৩)

—যেমনই নির্নিমেষ নয়নে, অবিচলিতপলকে চেয়ে-ছিলেন আর একদিন উপরের দিকে যখন অনন্ত, জ্বলন্ত আকাশ হতে খসে পড়ছিল এক একটি করে তারাগুলি ঠিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। (৪) মায়ার মধ্যে সত্য, গোরের পাশে চারিদিকের চোখের জলের মাঝে একটি চিরকরুণ হাস্যময়ী নারীমূর্ত্তি!—এর মধ্যে কুত্রাপি Baudelaire' এর ভাবভঙ্গী দৃষ্ট হয় না—এই অন্তবিহীন চিরবিচিত্র জীবনের ছোট, বড়, সুন্দর, অসুন্দর বস্তুসাকল্য হতে বিন্দু-

(১) Illusion Féconde.

(২) ঐ—গোড়া।

(৩) L'Eclat de Rire. (৪) Etoiles Filantes.

অস্তিক রসোদ্ধারের বিরাট না হ'লেও প্রাণপণ উদ্যোগ —একটা বিবর্ণ শবমূর্ত্তির মধ্যে সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান। Guyau'র সমস্ত ভাবমালাই গ্রথিত হ'য়ে আছে একটি অতিসূক্ষ্ম, সুকোমল, সুললিত প্রেমিকের আধ্যাত্মিকতা-সূত্রে, সে সূত্র ধরা পড়ে স্পষ্ট হয়ে L'idée, Solidarité ইত্যাদি কবিতায়। "ও গো চিরতরল আইডিয়া—জাজ্বল্য-মান, ভাসমান মূর্ত্তি—যা মুচকে হেঁসে আমার মধ্যে অনু-প্রবিষ্ট হও—পাখীর মত সদাই উড্ডীয়মান—বারেক দাঁড়াও।" (১)

... ...

নিশ্চয়ই সে সুখী যে তোমায় আটকে রাখতে পারে আর তোমার ডানার উপর ভর দিয়ে ভবিষ্যতের অগাধ গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে।" (২)

Solidarité কবিতাটির মূলমন্ত্রই হচ্ছে এই, যা একটা জটিল সমস্যারূপে প্রতীয়মান হয় তাঁর Le Problème d' Hamlet ('হ্যামলেটের সমস্যা') এ—আর আবার রূপান্তরিত হয়ে, সরল সিদ্ধান্ত হয়ে, স্থির অন্তরতম অনু-ভূতি হয়ে ঘনিয়ে এসে Guyau'র সমস্ত প্রাণ ছেয়ে ফেলেছে La Tâche du Philosophe ('দার্শনিকের কর্ত্তব্য') Moments de Foi ('বিশ্বাসের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত'), Le Temps ('কাল') ইত্যাদি কাব্যে।

একটা আত্মগ্লানি এসে পড়ে যখন মনে হয় নিজেরই

---

(১) ও (২) L'Idée. (প্রথম ও শেষ Stanza-দ্বয়)

ভাবরাজিকে একমাত্র সাথী করে, নিজের মধ্যে সংহত হয়ে বুঝি আর থাকতে পারব না—দেবতাদের মত স্বাধীন ভাবে। (১)

* * *

তার পরক্ষণেই আমার মনে হয়—তাইত কে জানে যে মৃত্যুই একমাত্র সত্য নয়—'মুখোস'-বিহীন—যার মধ্যে সমস্ত সমস্যার সমাধা নিহিত রয়েছে ? * * * * সমস্ত বিশ্বটাই কি অচক্ষুষ্মান, আর তাই যদি হবে, তা হ'লে কি সেই বিশ্বনিয়ন্তা পুরুষ আসীন রয়েছেন সকল চির-নিবিড় রহস্যের গর্ভে ?" (২)

ইত্যাদি হ্যামলেটের ভাবগুলি একদিন আর একবার নতুন ভাবে মনে ভাঁজতে ভাঁজতে—একেবারে দিশাহারা হয়ে—গিয়ো বাগানের মধ্যে সরে পড়েছিলেন "pour mieux secouer ces rêves"—'গা হ'তে স্বপনাবেশটা ঝেড়ে ফেলে দিতে'।

"ওগো স্বাধীনতা ! তুমি আমার চিরসাথী হয়ে থেকো—প্রকৃতি অপেক্ষা আমারই সত্ত্বার প্রতি বিশ্বাস আমার ঢের বেশী।" (৩)

* * * *

কেউ হচ্ছেন বিশ্বাসে মশ্‌গুল—আর কেউ বা হচ্ছেন

---

(১) Solidarité

(২) Le Problème d' Hamlet.

(৩) Moments de Foi – En Lisant Fichte.

আশায় ভরপূর; আমি কিন্তু ভালবাসি সংশয় আর সংশয়ীর ব্যাকুলতা। (১)

বিশ্বাস আর সংশয়—সংশয় আর বিশ্বাস—এ দুয়ের যুগল তানে ঝঙ্কৃত, অনুপ্রাণিত হয়ে দার্শনিক Guyau'র মধ্যে যিনি ছিলেন জাগ্রত রসিক-আত্মা তিনি প্রবৃত্ত হলেন কালসমস্যার সমাধা করতে—ভূত আর ভবিষ্যতের মাঝপথে দাঁড়িয়ে; আর সেই সমাধা—যা হচ্ছে Guyau'র একটা প্রিয়তমা শক্তিমতী অনুভূতি—ছন্দোমধ্যে মূর্ত্তি-মতী হয়েছে Le Temps কবিতায়।

* * * *

অতীত জগৎটা চিরদিনই সংরুদ্ধ; আর আমার মনে হয় আমারই জীবনের কাছে আমি হচ্ছি একেবারে অপরিচিত—আর যখন বলি 'আমার সুখ', 'আমার প্রেম', 'আমার দুঃখ,' তখন মনে হয়—আমি মাত্র 'ইয়ারকী' করছি। (২)

* * *

ভবিতব্যতাই হচ্ছে জহুরী—যে জীবনের দাম কষে দেয়। * * * * * * * * আমার চারি-দিকের চিরন্তন রহস্য—ভবিতব্যতাকে অনুভূতির মধ্যে আনতে আমার খুবই ভাল লাগে, আর আমার ইচ্ছা হয় তাহাকে ভেদ করি নির্ভীকচিত্তে। (৩)

(১) Le Devoir du Doute.

(২) Le Temps : Le Passé. (৩) ঐ L'Avenir.

* * *

উপরি ব্যাখ্যাত 'কাঠাম'টি সদাই ঠিক চোখের সামনে রাখলে, Guyau'র পরবর্ত্তী কবিতাগুলির বিশেষ রসের তাৎপর্য্য ও সার্থকতা বেশ সহজ হয়ে আসবে। Guyau'র রসতত্ত্ব প্রেম-তাদাত্ম্যমূলক বলে আমরা ব্যাখ্যা করেছি অন্যত্র। এস্থলে অর্থাৎ এই প্রেমশীর্ষক কবিতাগুচ্ছের মধ্যে পাই আমরা সেই প্রেমের মোহন মূর্ত্তি ছন্দের জালের মধ্যে সুপ্রকট—তার তত্ত্ব ও তার বিকাশভঙ্গী আশপাশের চারিদিকের নানান্ রসের নানান্ আধারের মধ্য দিয়ে—তাহাদিগকে উপজীব্য করে। 'La Légende de Roque-brune' ('রোকব্রুন'এর কাহিনী')—'Au Reflet du Foyer' ('গার্হস্থ্য সুখ')—'Excursion' ('ভ্রমণ') ইত্যাদি কবিতায় প্রকাশ হয়েছে Guyau'র প্রেমের বাস্তবতা। 'Au Reflet du Foyer'—কবিতাটির অন্তর্নিহিত সুরটি Browning'এর কত রাগিণীই না মনে পাড়িয়ে দেয়—বহু-অপেক্ষমানা নারী আর তার হৃদয়রাজ যখন পুরাণ মধুময়ী স্মৃতির পুনরাবৃত্তি করছিল তখন "কোথা হতে তাদের মাথার উপর আলোকপাত হ'ল আর সে আলোক চির-আলোকময়ী উষার মত তাহাদিগকে একেবারে রূপান্তরিত করে দিল—transfigurés।" (১)

Browning'এর আঁকা কত ছবিই না মনের মধ্যে এসে ভিড় করে—পড়তে পড়তে—তবে Guyau'র সমস্ত

(১) Au Reflet du Foyer.

সুর ও মূর্চ্ছনাই হচ্ছে Browning'এর অপেক্ষা ঢের স্বল্লোদ্দাম। আর সেই বৈশিষ্ট্য Guyau, Browning অপেক্ষা বড় আর্টিষ্ট বলে নয়—তিনি Browning'এর আধা-টিউটনিক, আধা-ইটালীয় আত্মা অপেক্ষা ঢের বড় একজন দার্শনিক পুরুষ ব'লে। 'La Légende de Roquebrune'এ একটা রূপকের 'গায়ে' প্রকৃতির একটি রূপভঙ্গী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—ঝড়ের দিনে পাহাড়ের কোলে ক্ষুদ্র গ্রামখানির আশপাশ হ'ল একেবারে ছারখার, সমস্ত পাহাড় কেঁপে উঠল, বড় বড় পাথরের চাপগুলি 'হুড় মুড়' করে পড়ল ঠিক বালির কণার মত —কিন্তু সমস্ত ঝড় ঝাপট—বিপদ-আপদ 'উতরে' উঠল একটা লতিকা 'le genêt'—'broom'টি।

'নিশ্চয়ই জেনো যে সবচেয়ে জোরবস্ত বস্তু হচ্ছে—প্রায়ই—সবচেয়ে ক্ষীণ।' (১)

ঠিক যেমন ঈগল পাখী 'ধরা' ছেড়ে উপরে ওঠে—অনন্তের দিকে ছোটে—পাক খেতে খেতে—স্তরের পর স্তর—ধাপের পর ধাপ ঠিক যেন স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙ্গা—তেমনি ভাবে Guyau'র মধ্যে যিনি ছিলেন দার্শনিক-আত্মা তিনি 'সারা' বাস্তব জগতের সহিত রসিকতা করে—সংযত হয়ে, সংহত হয়ে যোগাসীন হলেন L' Amour et l' Atome ('প্রেম ও বস্তুজগৎ'), Poésie et Réalité ('কাব্য ও তত্ত্ব') ইত্যাদি কবিতার মধ্যে।

---

(১) La Légende de Roquebrune.

"(অনন্ত) আকাশমাঝে যখন বিশ্বপ্রেম পাখীর মত উড়ে এসে পড়ল, তখন সমস্ত বিশ্ব শিউরে উঠল আর শিউরে উঠে সজীব হ'ল, আর প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে সাড়া পাওয়া গেল সৌর জগতের বিরাট ঝঙ্কারের—একেবারে একাকী আর কেউ রইল না—সমস্ত বিশ্ব একমেবাদ্বিতীয়ম্ আত্মার স্বরে ঝঙ্কৃত হ'ল আর অমনি গান ধ'রল সবাই 'আমি ভালবাসি'।" (১)

Guyau'র সমস্ত নিবিড় সাধনার ছান্দস অভিব্যক্তির দ্বিতীয় অধ্যায় এই খানেই সমাপ্ত।

* * * *

তার পর এল আর্টের কথা।—Guyau'র কথা ভাববার সময় আমাদের প্রায়ই আইরিশ কবি Yeats'এর একটা কথা মনে পড়ে যায়—'যে কাব্যে দার্শনিকতার লেশমাত্র নাই সে কাব্য মোটেই প্রাণিধানযোগ্য নয় যেমন মোটেই প্রানধানযোগ্য নয় তাদৃশ দর্শন যাদৃশ দর্শনে রসের 'ছিটে ফোঁটাও' দেখতে পাওয়া যায় না'। Guyau'র রসতত্ত্বের —যার ব্যাখ্যা আমরা করেছি অন্যত্র—সব সার্থকতাই হচ্ছে এইখানে—Guyau'র হচ্ছে ঠেকে শেখা যেমন ছিল ইংরাজ কবি Coleridge'এর ঠেকে শেখা। অর্থাৎ রসের—চিত্রবিচিত্ররূপবিশিষ্ট, বহু ও বিবিধগুণের আধার, ব্যক্তিগত ও বিশ্বজীবন-সম্ভূত রসের কৃচ্ছ্রগ্রাহ্য উপাদান-গুলির সমীচীন দার্শনিকভাবে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবার

(১) L'Amour et l'Atome.

আগে তিনি হাতে কলমে শিক্ষা করেছেন বাস্তব ও অবাস্তব, মানব ও অমানব জগতের সহিত রসিকতা করতে, ভাবরাজ্য ও প্রেমরাজ্যের নানান্ রূপভঙ্গী, চিরসন্দিগ্ধ আবার চিরমুগ্ধ, রসিকরাজের চোখে দেখতে। নানান্ রাগ রাগিনীর মধ্য দিয়ে একটা fundamental মৌলিক সুর বেজে উঠেছে তাঁর বাঁশী হ'তে—Le Mal du Poète ('কবির চিত্তবিকার') কবিতায় তার ছায়ানুপাত স্পষ্ট।

"চিরন্তনী প্রকৃতি আমাকে ধরছে ঠিক ভূতে ধরার মত—আমার কাব্যের পাছে পাছে ধাইছে—সে একেবারে অভিভূত করছে। বিরাট বিশ্বের সামনে আমার মনে হচ্ছে আমি একেবারে ছোট্ট—একবার বা ভয় পাচ্ছি আর একবার বা আকৃষ্ট হচ্ছি।" (১)

এ হচ্ছে প্রেমিকের মর্ম্মন্তুদ ব্যাকুলতা। আর একদিকে এই গভীরতম ব্যাকুলতা, অপর দিকে চিরস্পন্দী, রূপের সাধক আর্টিষ্টের অনন্ত আশা আর অফুরন্ত হাসি—

"অহো! যে বিশ্ব হচ্ছে দার্শনিকের চোখে ঘোর-তমসাচ্ছন্ন কবির চোখের সামনে সে হচ্ছে আনন্দের আধার! প্রাচীন কবিরা বলতেন বিশ্ব হচ্ছে একটা মহান্ উৎসব * * * * সকলের পিছনে গুপ্ত রহস্যের অনুসন্ধিৎসু না হয়ে, সরলচিত্ত আর্টিষ্টের মত আমি চাই কেবল স্তুতি গাহিতে, না বুঝে—আমার ইচ্ছা হয়

(১) Le Mal du Poète.

আমার এই দুটো চোখের মধ্যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে। ... ...

আর্ট হচ্ছে প্রেমময় তাদাত্ম্য। [L' art, c'est de la tendresse] (১) এই আর্টিষ্টের হৃদয়সুলভ আত্মগ্লানি, সঙ্কোচ, ব্যাকুলতা আর জীবন্ত উল্লাস living joy'এর মাঝখানে ফুটন্ত রয়েছে একটি ছোট কবিতাস্তবক অনবদ্য, ছোট হ'লেও বিরাট, pretty মোটেই নয়—যার মধ্যে নিহিত আছে Guyau'র অতুলনীয় রসবোধ ও রসসৃষ্টি—প্রত্যেকটির মধ্যে প্রকাশ রয়েছে Medicis মেডিচিকুলের স্মৃতিস্তম্ভোপরি Michael Angelo'র আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখে দার্শনিকেষু রসিক Guyau'র সুসংযত, আবেগময় সহস্পন্দন। L'Aurore (ঊষা), Le Crépuscule ('ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত') La Nuit ('রজনী'), Le Jour ('দিবালোক')—এ হচ্ছে Guyau-রচিত—যদিও Michael Angelo-কল্পিত—একখানি কণ্ঠহার যা হাতে করে দার্শনিকেষু নটরাজ দাঁড়িয়েছেন মানিনী প্রকৃতির সামনে ভরপূরচিত্তে—প্রেমিকের বেশে, কিন্তু আহিতাগ্নির ভাবে।

"ঐ দেখা যাচ্ছে এবার আলো—সকল আলোর শেরা আলো—ষোলকলায় পরিপূর্ণ সূর্য্য—দিবালোক, ভীমমূর্ত্তি ও জিঘাংসু—যেন দানবের মত মেদিনী-উপরি ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে।" (২)

(১) L' Art et le Monde. (২) Le Jour.

চতুর্থ পরিচ্ছেদে—'প্রকৃতি ও পুরুষ'এ—Guyau ; সমস্ত সুরটি মনে আর একবার ভেঁজে নিয়েছেন মাত্র, ঠিক যেন আত্মপরীক্ষারই নিমিত্ত—স্বয়ংই একাধারে গুরু ও শিষ্য হ'য়ে। ভাষান্তরে, Guayu'র মধ্যে যিনি ছিলেন দ্বৈতপুরুষ—Janus-faced—তিনি হলেন সম্যক্‌ভাবে polarized এই শেষ পরিচ্ছেদে। Guyau'র সমস্ত ভাবনার এক প্রান্তে হচ্ছেন শাশ্বতী, মাতৃরূপিনী প্রকৃতি—যাঁরই স্নিগ্ধ ছায়ায় পরিকল্পিত হয়েছে Genitrix Hominumque Deûmque ('মনুজ ও দেবতার জননী') আদ্যোপান্ত—

তুমি হ'চ্ছ বিশ্বজননী—যদিও চিরমৌনী (১) আর অপর প্রান্তে পুরুষ যিনি 'অনেক কালের', বয়ে বৃদ্ধ হলেও চিরনবীন, যে হেতু চিররহস্যময়—

"বিশ্ব-পুরুষ হচ্ছেন একটি লতা—ভূমির উপর প্রোথিত বেষ্টনীবিহীন ; কিন্তু তারই মধ্যে সুপ্ত আছে এক আধা-স্ফুট অনুভূতি—কোন এক অজানা গগনের স্বপ্ন।" (২)

আর এই দুইয়ের মধ্যে 'La Méditerrane´e' ('মেডিটারেনিয়ান্ সমুদ্র') 'En Provence' ('প্রোভান্সে') ইত্যাদি কবিতায় প্রকৃতি ও পুরুষের বিশাল রাজ্যের নানান্ বস্তু হ'তে রসোদ্ধারে চেষ্টাবান্ হয়েছেন Guyau

(১) Genitrix Hominumque Deumque.

(২) L'Agave—Aloès.

—নানান্ পর্দ্দার উপর হাত চালিয়ে নানান্ তানের সৃষ্টি করেছেন, যা সেই তাঁর চিরসাধিত মৌলিক সুরকে একাধারে নিবিড় ও বিচিত্র করে তুলেছে। Provence'এর কথা তাঁর মনে কত পুরাণ মধুময়ী স্মৃতিই না জাগিয়ে তুলেছে ; আর মেডিটারেনিয়ানের উত্তাল বাচিমালা দেখে তাঁর কতবারই না মনে হয়েছে তাদের কানে কানে তাঁর সমস্ত সাধনার মূলমন্ত্র বলে দেন তিনি—"বেঁচে থাকা হচ্ছে কেবলই অগ্রসর হওয়া"

[Vivre, c'est avancer] (১)

নোভালিস্ আর গিয়ো—একজন হচ্ছেন জর্ম্মান্ সাহিত্যের সাধক আর অপর একজন হচ্ছেন ফরাসী সাহিত্যের সাধক, একজন হচ্ছেন অস্টাদশ শতাব্দীর 'মানুষ' আর অপরটি হচ্ছেন উনবিংশতি শতাব্দীর 'মানুষ'—যাঁদের সাধনার ভঙ্গী ও ফল আমরা স্পষ্ট করে ধরবার যথাসাধ্য চেস্টা করলাম বাংলা সাহিত্যে, তাঁদের অন্তরগত প্রভেদটি তাঁরা দেশ কাল হিসাবে বিভিন্ন ব'লে নয়—তাঁদের স্ব স্ব দার্শনিকতা ও রসিকতার পাকতারতম্যের দরুনই তাঁদের প্রত্যেকের স্ব স্ব সত্বার গঠনবৈচিত্র্য অত বিস্পষ্ট হয়েছে। Guyau আর Novalis, উভয়েরই সাধনা যেমনই বিপুলায়তন তেমনই নিবিড়—কিন্তু নোভালিসের মধ্যে পাই না গিয়োর Romance-সুলভ একটা লালিত্য যা তাঁর ভাব ও ব্যঞ্জনার মধ্যে

(১) La Méditerranée.

সুপ্রকট—Novalis'এর টিউটনিক তৎপরতা যেমনই উগ্র তেমনি দুঃসাহসিক—স্বল্প ভাষার বাঁধনে তিনি সমস্ত সত্ত্বাকে বাঁধবার জন্য উদ্যোগী আর তাই তাঁর ভাব ও ভাষা অত 'দমকা'—বেখাপ্পা—bathosএ একেবারে ভরা—বন্ধুর—দু একস্থলে আমাদের বাংলা-দেশের দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'এর ও তাঁর দু চারটি ছোট লিরিকের ভাষা মনে পাড়িয়ে দেয়। আর একটা কথা—আমাদের শেষ কথা। স্বয়ং একটি দ্বিপদ প্রাণিবিশেষ বলে অর্থাৎ হস্তপাদচক্ষুবিশিষ্ট মনুজ বলে নোভালিস'এর সমস্ত ভাবনার মধ্যে, সকল স্থলে না হলে ও অনেক স্থলে যেন স্বল্প আত্মাভিমান দেখতে পাওয়া যায়, সবচেয়ে বিকৃত হয়ে চোখে পড়ে তাঁর Anthropologische Fragmente'র মধ্যে, বোধ হয়। এই আত্মাভিমান—এই বিরাট গগনের তলে মনুজ বলে আত্মাভিমানটুকু Guyau'র মন হতে ঝরে গেছে (যদিও Guyau হচ্ছেন একজন অধ্যাত্মবাদী না হলেও, উর্দ্ধমুখী, আধ্যাত্মিক প্রেমিক যা আমরা একাধিক বার ইঙ্গিতে দেখিয়েছি)—তবে সে যে কারণেই হোক্, তাঁর স্বকীয় শীল ও সাধনার জোরেই হোক্ বা উনবিংশতি শতাব্দীর জল-হাওয়ার গুণেই হোক্ বা দুইয়েরই সমাহারবশতঃই হোক্। মাত্র এই ইঙ্গিতটি করেই এইখানে ইতি—আর তারই সঙ্গে এই আক্ষেপটুকু করে যে জর্ম্মান্ সাহিত্যসাধক Novalis বা ফরাসী সাহিত্যসাধক Guyau'র মত

দার্শনিক ও রসিক বা রসিক ও দার্শনিকের যুগ্মছবি—যেমনই মধুর তেমনই সঙ্কেতনাগর্ভ—বাংলা সাহিত্যে বিরল, নাই বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না, বোধ হয়। মে ১৯২৩।

অধ্যাপক গেগ্নের'এর একখানা চিঠি।*

(সটীক অনুবাদ ।)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় এমন কতকগুলি কথা—যুগের পর যুগ যেতে যেতে—জমেছে—যে সে গুলিকে মাঝে মাঝে এখনকার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের দিক হ'তে যাচাই না করলে, তার কষ্টিপাথরে মাঝে মাঝে ঘসে পরখ করে না নিলে, কোন্ দিন সেগুলি হাওয়ারূপী একটা বিচিত্র শব্দসমষ্টি-মাত্র হয়ে উপে যাবে —মর্ম্মস্পর্শী আর থাকবে না। তার ফলে আমাদের জীবনে ভাঁটা পড়বে—যে সব ভাল, ভাল. বাছা, বাছা, আইডিয়া আমরা বুকের মধ্যে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখি যুগ যুগান্তর ব্যেপে, সে সবের 'জেল্লা', 'জলুষ' সব গিয়ে তাতে মর্চ্চে পড়বে। শেষে সমস্ত জীবনটা হবে 'ঘোলাটে' —সমস্ত মনটা হবে ধোঁয়াটে। পথে ঘাটে—নানা সময়ে —আমরা 'হা ঈশ্বর', 'হা ভগবন্' ইত্যাদি অনেক কথা শুনতে পাই ; কিন্তু এসব গুরুগম্ভীর শব্দের পিছনে যদি আমরা উচ্চারকের মনে খুব একটা নিবিড় ধর্ম্মভাব মেনে নি, তাহ'লে তার চেয়ে বড় অনুমানবিভ্রাট বোধ হয় আর কিছুই হ'তে পারে না। কুকুর যে তাড়া খেয়ে কেঁউ কেঁউ করে—কত গুলি লতা বিশেষের—কেবলমাত্র আর্য্যকবি-

* অধ্যাপক গেগ্নের (Gegner)'এর অপ্রকাশিত Briefe (লিপি সমূহ) হ'তে।

কল্পিত কমলিনীর নয়—সূর্য্যের দিকে যে একটা প্রাণের টান দেখতে পাই—আর তোমার আমার মত সামান্য মানুষ যখন প্রকৃতির গায়ে প'ড়ে তাকে ঘাঁটিয়ে, রাগিয়ে বা নিজেরই অহম্মুখতায় ধাক্কা খেয়ে, স্বীয় পরাজয়ে অতি লজ্জিত বা ক্ষুব্ধ হয়ে এক অতি-ঐহিক মহতী শক্তির উপর সমস্ত ঘটনাবিপর্য্যয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় ঐ সব বুলি আওড়াতে আওড়াতে—এ সবই যে সংস্কারগত অঙ্গভঙ্গীর রূপান্তর মাত্র নয় তা কে বলতে পারে ?—যদিও দার্শনিকেরা ঈদৃশ ঘটনাবৈচিত্র ব্যাখ্যা করতে Instinct, Tropism ইত্যাদি এক বিচিত্র পরিভাষার অবতারণা করেন। সংস্কারের তরফ হ'তে দেখলে, মানবজীবনের ধর্ম্মই বল, আর নীতিই বল, অনেক বস্তুই খুব সহজ ও সরল হয়ে আসে—যদিও আবার এটা ঠিক যে ঈদৃশ ব্যাখায় তোমারও পরিতৃপ্তি হয় না আর আমারও পরিতৃপ্তি হয় না, সকল সময়ে।

আমার যে দিন চোখ ফুটল অর্থাৎ যে দিন হ'তে পারিপার্শ্বিক জগতের সমস্যাগুলি আমার মনকে একেবারে 'তোলপাড়' করতে লাগল আর আমি সেগুলিকে—যথাসম্ভব যোঝার পর—বড় বড়, এক একটা করে বেছে 'অনির্ণেয় ধাঁ ধাঁ' ছাপ মেরে মনের এক-একটা স্বতন্ত্র কোণে গুঁজিয়া রাখতে সুরু করি, সেই দিন হতেই একটা সমস্যা সবার চেয়ে বড় সমস্যারূপে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। সেটা হচ্ছে সেই পুরাণ সমস্যা যা হ্যামলেটকে ভাবিয়েছিল

—অর্থাৎ মানুষ মরে না বাঁচে? তুমি নিশ্চয়ই জান যে কাণ্টের পর হতে নৈয়ায়িকবীর Husserl পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্রায় সকলেই এ সমস্যাকে দর্শনের এলাকার বহির্ভুক্ত করেছেন অর্থাৎ খাঁটি, বেরসিক নৈয়ায়িক মাত্রই তাঁর ঘাড় হতে এই ভুতটা অনেক দিন নামিয়েছেন। তোমায় খুলে বলছি এ সমস্যাটি হচ্ছে ইয়োরোপীয় দর্শনের একটা নির্ব্বাসিত, নিরাশ্রয় সন্তান। একালের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা এই 'অজ্ঞাতকুলশীল' সমস্যাটির পরিচয়—তার যাথার্থ্য ও প্রামাণিকতা—দিতে মাথা কুটাকুটি করেছেন। Myers প্রভৃতি এঁদের মধ্যে যাঁরা হচ্ছেন প্রথিতনামা তাঁরা নিশ্চয়ই তোমার বেশ সুপরিচিত—তাই আমি আর এই চিঠিতে তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম না। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট ভাষায় বলি, এঁদের সব সিদ্ধান্তের নিষ্কর্ষ এই নয় কি যে মানুষ ম'রেও আবার বাঁচে অনেক দিন, অর্থাৎ ইহলোকের পর তার একটা পরলোক আছে?—যেটা তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও তাকে পুরা অমরত্বের দাবী দেওয়া হয় না—জীবনের একটা সুদীর্ঘ কালের lease দেওয়া হয় মাত্র। পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের এই স্তোকবাক্যে শান্তি না পেয়ে যখন উপনিষদের পাতা খুলি, তখন বৈদিকযুগের ঋষিদের মুখে শাশ্বত জীবনের কথা শুনে মনে—সত্যই—একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পেয়েছিলাম। মৈত্রেয়ী-উপাখ্যান ইত্যাদি উপনিষদের গল্পগুলি প্রথমেই চোখের সামনে পড়ল—'কিম্ তেন

কুর্য্যাম্ যেনাহম্ নামৃতাস্যাম্' ইত্যাদি কথা গ্রীক ঋষি প্লেটোর অনুরূপ অনেক কথাই মনে পাড়িয়ে দিল। মনে হ'ল—যাক্ বাঁচা গেছে—প্রাচ্য ঋষি ও প্রতীচ্য ঋষি দুজনের সাক্ষাৎ হল, মোকাবিলা হল, দুজনেই যখন প্রত্যয়ের জোরে বলছেন যে হাঁ, শাশ্বত জীবন আছে, তবে ত সব গোল মিটল। কিন্তু সে সান্ত্বনা চকিতের নিমিত্ত! —পুরাণ জগতের সুষমাময় মূর্ত্তি ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে যখন নানা বৈষম্যপূর্ণ, একেবারে হালের বিশ্বের দিকে চোখ মেলে চাই, তখন মনে হল ঠিক যেন সাত হাত মাটি নীচে নেমে গেছি—ঔপনিষদীয় ঋষির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, শক্ত হয়ে, পায়ের উপর দাঁড়াতে পারিনি।

এর পর হতে—সাংখ্য বল, বেদান্ত বল, বা অন্য কোন দর্শন, প্রাচ্য বা প্রতীচ্য—দর্শন মাত্রকেই প্রায়ই এড়িয়ে চলেছি নিরাশ মনে, এই ভেবে যে বিশুদ্ধ, খাঁটি, 'দানাদার' (crystallized) দর্শনে কোথাও এ সমস্যাটির মীমাংসা মিলবে না—যদিও এটা ঠিক যে উপনিষদ্ বা প্লেটোর দর্শন যার কথা উপরে বললাম একেবারে দানা-বাঁধা দর্শন নয়—বেশ তরল, বেশ সরস। সেই দিন হতে এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যের নানা স্থানে—'অলিতে গলিতে', 'ওলতলায় বেলতলায়'—ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষ ঐ সমস্যার দিকে ঠিক কি ভাবে তাকিয়ে থাকে এইটা ধরবার জন্য—যেখানে আর যখন সে দার্শনিকসম্প্রদায়ের 'সামাজিকতা', 'কায়দাকানুন' সব ছেড়ে দিয়ে তার দিকে স্থির নেত্রে

চেয়ে থাকবে ঠিক তখনকার তার অঙ্গভঙ্গীটি, তার চাউনি-টি 'বারেক দেখে নেবার' নিমিত্ত, নেপথ্যে দাঁড়িয়ে অলক্ষিত ভাবে। ছেলেবেলায় যখন Klopstock'এর Messiah বা Wordsworth'এর Ode to Immortality ইত্যাদি কবিতা পড়ে আমি হতাম একেবারে 'মজ্‌গুল', তখন চোখের সামনে সমস্ত বিশ্বটা অপূর্ব্বসুন্দর ভাবে প্রতিমূর্ত্ত হয়েছিল—জীবনটা মনে হত একটা নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, divine পদ্মের স্তবক—সকলেরই অনায়াসলভ্য। তারপর বয়স হতে যখন যৌবনে পদার্পণ করি, তখন চারি দিকে চোখ মেলে দেখি যে Neo-romanticism'এর ফুল ফুটেছে—একেবারে যেন রক্তজবার বন। জর্ম্মানীতে Nietzsche, Hauptmann ইত্যাদি, ফ্রান্সে, Anatole France, Baudelaire ইত্যাদি, ইংলণ্ডে Bernard Shaw ইত্যাদি, ইটালিতে Carducci ইত্যাদি—তার পর Ibsen, Zola, Maeterlinck, Tolstoi (ক) প্রভৃতি কত আর নাম করব, তুমি ত তাঁদের বেশ চেন। জীবনের এত সুখ আর তারই পাশে এত দুঃখ, এত শান্তি, এত হাসি আর ঠিক তারই পাশে এত অশান্তি, এত কান্না এঁরা সকলে তন্ন তন্ন করে জড় করেছেন যে এর মধ্যে পড়লে একেবারে দিশাহারা হতে হয়—আমিও হয়েছিলাম দ্বৈতজীবনের দোটানে পড়ে। জীবনের এই সময়ে আমি Nietzsche'এর পাল্লায় পড়ি। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে সব

(ক) এ পৌর্ব্বাপর্য্য ঐতিহাসিক নয়।

গ্রহ উপগ্রহ ঘুরছে এদের আলো চোখে পড়লেই আমার মনে হত এইবার আমি ছোট হচ্ছি—ছোট হতে আরও ছোট—করতলগত আমলকবৎ হচ্ছি বা হয়েছি—মুহূর্ত্তের মধ্যে হব একেবারে নিষ্পেষিত, চূর্ণ-বিচূর্ণ অতি ছোট একটা কিছুর হাতে পড়ে। ভয়-লজ্জা-ক্ষোভ—ত্রয়াণাম্ সমাহারঃ—যুগপৎ মনকে একেবারে অভিভূত করত। Nietzsche'র সহিত প্রথম পরিচয়ের পরই আমি তাঁকে গুরু বলে মেনে নি—ভক্তের বেশে তাঁর পায়ে সর্ব্বস্ব সঁপে। যৌবনে Swinburne যেমন Hugo ও Mazzini'র পটের সামনে সভক্তিক উপাসকের বেশে কত অঙ্গভঙ্গী করতেন, আমিও তেমনি Nietzsche'র পটের সামনে কতবার দাঁড়িয়েছি—কখন বা কৃতাঞ্জলিপুটে উপাসকের বেশে আর কখন বা বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে দীক্ষিত শিষ্যের বেশে—কখন তাঁকে করেছি আমার ইষ্টদেবতা আর কখন বা আমার দীক্ষাগুরু—কতদিন বলেছি :—"তুমি আমাকে তোমার স্বপ্নলব্ধ, শাশ্বত জীবনের অধিকারী কর—তুমি আমাকে দেবতার আরাধ্য, genius (১) বা অতিমানবত্বের কণামাত্র দিয়ে চরিতার্থ কর; তুমি আমার এই দেশীয় আবেষ্টনীর, আমার এই দেশীয় সাহিত্যের, আমার এই দেশীয় বৈদগ্ধ্যের 'মেয়েলী আত্মা' হতে আমাকে বাঁচাও—যা গ্যেটের চির-অনুসৃত মায়ামৃগ Ewig weib-

---

(১) A Drews : Nietzsches Philosophie,

liche (১) হ'তেও ছোট, সঙ্কীর্ণ, বিবর্ণ চারিদিগের পরাধীনতার আবহাওয়ায় পড়ে। তুমি আমাকে Dionysiac করে তোল—তোমার কৃচ্ছ্রসাধনায়স্ত জীবনমদিরার আস্বাদ দিয়ে—ইত্যাদি—ইত্যাদি। এ সব কথা এ বয়সে মনে পড়লে প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলে মনে হয় না—প্রলাপ বা এক ধরণের ভাব সমষ্টি যার কোন 'বাঁধুনি' নাই—যা অনেকেরই জীবনকে তোলপাড় করে কোন এক একপেশে নিবিড় উপলব্ধির ঝোঁকে তাল সামলাতে না পেরে। তখনও কি সকল সময়ে Nietzsche'র দোহাই দিয়ে জীবনটাকে যথাভিরুচি গড়ে নিতে পেরেছি?—সেই গ্রীক আর হিন্দুদের বীরপূজা, যার কথা দু দেশের পুরাণে, আখ্যানে, সাহিত্যে তুমি অনেকই পেয়েছ, তার পর কার্লাইল, তারপর জর্ম্মানীর 'পাগলা সন্ন্যাসী'—এই পাকা শড়ক ধরে কি যেতে পেরেছি আশে পাশের গলি ঘুঁজির দিকে না তাকিয়ে, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপমপি না করে? রাস্তাঘাটে যখন দেখতাম এক 'রাশ' লোক, মাঠে যখন চোখে পড়ত এক 'পাল চাষা'—যখনই একটা খুব বড় সভায় আহূত খুব বড় একটা জনতার পাশ কাটিয়ে যেতে হয়েছে, তখনই আমার বুক কেঁপে উঠত—মনে হত—বাঃ, এরা সব ভুল—এরা সকলেই আজ বাদে কাল অদৃশ্য হবে আর শুধু থাকবেন উনি আর আমি—যদি আমি হতে পারি ওঁর চেলা?

(১) "মেয়েলী একটা কিছু" (বঙ্গানুবাদ)

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আর একটা চিন্তা আমার মনে বিজলীর মত হানত—জগতে এত লোকও জন্মেছে আর জন্মায়ও! কি দরকার!

ইত্যাদি নানান্ ভাব যখন আমার মনে ঘনিয়ে এল তখন একটা বুলি আমার কানে পৌঁছল—যেটা অবশ্য আমি অনেক দিন হতেই শুনছি, তবে বেশ ঠাউরে মন দিই নি। সমাজই হচ্ছে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্য—মরা আর বাঁচা, সামাজিক অনুভূতি, স্মৃতি, জীবন বা ইতিহাসে—তা যাই ই বল—চিরজাগরূক থাকা আর না থাকা—এ বই আর কিছুই নয়। আমার এক বন্ধু--সে ছিল বাংলা দেশের লোক—হিন্দু—সে Spencer, Comte, Littré ইত্যাদির কেতাব হতে আমায় পড়ে শোনাত তাঁদের বাছা বাছা মন্ত্রগুলি। রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র—এঁদের কথা আমি তার মুখেই প্রথম শুনি, আর আমিও কতদিন তার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে, ইতিহাসের উপর ভর দিয়ে, বুক বেঁধে, সেই সব দেশ বিদেশের মনীষীদের কল্পিত—সুবিস্তৃত—বিশিষ্ট-বিশ্বের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়েছি প্রবেশপ্রার্থী হয়ে। কিন্তু পেরেছি কি প্রবেশ করতে? একদিন—আমার বেশ মনে পড়ছে, নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার সময়—সেই বাঙ্গালী বন্ধুটি আমায় বল্লে যেন খুব একটা বিশ্বাসের জোরে—'ধোঁয়াটে, নিরাকার বিশ্বসমাজের কথা মন হতে একেবারে দূর করে দিয়ে, খুব একটা ছোট—যা ধরতে বল, ছুঁতে বল, ভাবতে বল,

বেশ সহজ—এমন একটা সাকার সমাজ ধরলেই ত সমস্ত ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে। এই আমাদের বাংলা সমাজটা বৈদিকযুগ হতে আজ পর্য্যন্ত টিকে আছে আর টিকবেও কত যুগ যুগান্তর ধরে—অনন্তকাল ব্যেপে। ইতিহাসের কত ওলট-পালটের সহিতই না যুঝতে হয়েছে, বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা ধর্ম্মের শক্তিতে প্রাণবন্ত হয়ে, মেল-বন্ধন ইত্যাদি নানান্ বাঁধুনীর জোরে সংহত হয়ে। এ সব —একাধারে—মনে ভাঁজতে গেলেই নিতান্ত বস্তুতন্ত্রেরও প্রাণে কোথা হতে একটা অব্যক্ত মিষ্টিক রস এসে পড়ে। আর তা ছাড়া মানুষের দেশবোধ (Space-consciousness) বল, কালবোধ (Time-consciousness) বল, অর্থাৎ যা কিছু 'সেকেলে' লোকে ভাবত জীবনে উদ্ভূত হয় একটা অজানা সোনার কাঠির স্পর্শে—যা নিহিতম্ গুহায়াম্—সে সবই সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের তত্ত্ব আর কাহিনীর মধ্য হতে খুঁড়িয়া বাহির করা যায় অতি সহজে—আর করা হচ্ছেও (১); তা হলেই সমাজ ছাড়া পথ নাই —সমাজের ভিতরেই আমাকে বাঁচতে হবে—নয় কি?' আমার ঐ হিন্দু বন্ধুটির কথা হতে একটা বিষয় আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম—আর কিছু করি আর না করি—যে শুদ্ধ তুমি বা আমি বা আর পাঁচজন প্রত্যেকে ব্যক্তিগত হিসাবে দেবদেবীদের হাত হতে অমৃতভাণ্ড 'ছিনিয়ে' নিতে

(১) E. Durkheim : Elementary Forms of Religion (Eng. Trans.)

প্রস্তুত নয় Wedekind বা Swinburne'এর মত—ছোট বড় অনেক ব্যক্তিসঙ্ঘ বা সমাজও ঐ কৃচ্ছ্রলভ্য বস্তুর জন্য প্রাণপণ-প্রয়াসী। কিন্তু Nietzsche'র পাল্লায় পড়ার পর হতে আমার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে—সমস্ত জীবনে—এমন একটা 'শুচিবাই' এসেছিল অলক্ষিতভাবে, যে শতেক জাতির ভিড়ের মধ্যে সামাজিক জীবনকে অনন্ত শাশ্বত জীবন বলে মেনে নিতে বেশ কষ্ট হত। তাই সেই আমার হিন্দু বন্ধুটির philosophy'র বিরুদ্ধে আমার সমস্ত প্রতীবাদই হল "তাও যদি বা হ'ত একটা—মাত্র একটা—জাতি নিয়ে কারবার!"

তার পর 'ন যযৌ ন তস্থৌ' এইরূপ চঞ্চল, অনুসন্ধিৎসুভাবে অনেক দিন কেটে গেছে। এখন দেখছি চুলে বেশ পাক ধরেছে—বয়সও হয়েছে, যৌবনের সেই hobby বা নেশার ঘোর প্রতি অঙ্গে বেশ মরে আসছে। চোখের নজরও দেখছি বিকৃত হয়েছে—নিকটের বস্তু অপেক্ষা দূরের বস্তু স্পষ্টতর, সত্যতর বলে বোধ হয়। জীবনের এই শেষ ধাপে পাটি ফেলবার সময় বা ঠিক তার আগে আর একটা ধুয়া কানে এসে পৌঁছল—জাতিই হচ্ছে একমাত্র সত্য, জাতীয় জীবনই হচ্ছে একমাত্র অমর, শাশ্বত জীবন—নান্যঃ পন্থা। অমনি কত দিনের সুপ্ত নেশা মনের মধ্যে আবার সজাগ হয়ে উঠল—কত কথা মনে পড়ে গেল—ভাবলাম য়িহুদীদের আমল হতে যে সত্য যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের হাত হতে পালিয়ে

বেড়াচ্ছিল আজ তা ধরা পড়ে গেল—আরও ভাবলাম—বেশ কথা, 'সর্ব্বতো জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্', আমি না বাঁচি, আমার পুত্র-প্রপৌত্র, আমার বংশ, আমার জাতি ত বাঁচবে, অনন্তকাল ধরে, যুগ-যুগান্তর ব্যেপে ইত্যাদি, ইত্যাদি। একদিন—ছবিখানা এখনও মনে বেশ ঝক্‌ঝক্ করছে—(Nora) নোরাকে ডেকে বলি—'শুনছ, তোমার কার্ল (Karl) আর লোর্না (Lorna) বেঁচে বর্ত্তে থাক্, ওরা স্ব স্ব আভিজাত্য বজায় রেখে চলুক্, ওদের ছেলে পুলে হোক্, সুখে থাকুক্, তা হলেই তোমার ও আমার থাকা হবে—আমাদের বংশে ত কেউ য়িহুদী বা অন্য কোন ভিন্ জাতির সহিত কার-কারবার করেনি—কি বল?' নোরা চকিতহরিণীর মত চোখ মেলে, মুহূর্ত্তখানিক আমার পানে 'ভেলভেলিয়ে' তাকিয়ে থেকে, মৃদু হেঁসে, পাশের ঘরে সরে গেল ওদেরই খাবারের আয়োজনের জন্য—ছবিখানা মনের মধ্যে নানান্ রঙের চিত্র-বিচিত্র ছবির পাশে থেকেও ফিকে হয়ে যায় নি আজ পর্য্যন্ত। একটু সবিশেষ খোঁজ নিয়ে দেখি যে জাতিপন্থীদের রাস্তা কার্লাইল-নীট্‌শে (Carlyle-Nietzsche) পাকা রাস্তারই পাশে—অনেকদূর ব্যেপে। এ-রাস্তায় প্রথম mile-post হচ্ছেন ফরাসী দার্শনিক-সাহিত্যিক Gobineau যাঁর মনে কাঁটার মত বেঁধা ছিল—আমরণ—আন্তর্জাতিক বৈষম্য, নানান্ জাতির অন্তর্নিহিত, নিগূঢ়, কুলীন-বংশজ, উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট ইত্যাকার প্রভেদের কথা—আর শেষ, আপাততঃ

শেষ, mile-post হচ্ছেন জর্ম্মান্ দার্শনিক-সাহিত্যিক Houston Stewart Chamberlain (১), আর মাঝ পথের বন্ধুর ভূমি চষে সুসমতল করেছেন নানান্ ধাঁচের নানান্ ভাবুক Le Bon, Wilser ইত্যাদি। বিশ্ব জুড়ে যে বিরাট চেষ্টা চলেছে অমর শাশ্বত জীবন লাভার্থে, সে চেষ্টায় ব্যক্তি মোটেই টিকতে পারবে না—দাঁড়াতে পারে, যুঝতে পারে, জয়ী হতে পারে মাত্র কোন একটা জাতি যা হচ্ছে কুলীন, নিষ্ঠাবান্, নিঃসঙ্কর, ধর্ম্মাদনপেত। Suez'এর এপারে অর্থাৎ প্রতীচ্যে অনেক ভাবুকই, প্রকাশ্যে না হলেও, এই পথের পথিকদের সহিত মেলা-মেশা রাখেন দেখবে। কিন্তু বিশেষ আলাপের পর যখন শুনলাম যে Race-romantic বা জাতিপন্থিকুলশিরোমণি Chamberlain'এর বিশ্বাস হচ্ছে সাদা কথায় এই যে কালের স্রোতে কত জাতি, উপজাতি—কত বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন বাহনই না ভেসে গেছে—কোনটা বা একেবারে অদৃশ্য হয়েছে আর কোনটা বা ক্ষীণ, নিস্তেজ, বিলুপ্তপ্রায় হয়েছে—কেল্টিক, গ্রীক, ল্যাটিন, সেমিটিক প্রভৃতি বিশ্বের যাবতীয় জাতির মধ্যে একমাত্র শাশ্বত, ইতিহাস-প্রতিষ্ঠিত জাতি হচ্ছে টিউটনিক জাতি যার সমস্ত জীবনে, নিবিড় সম্বিদ্ ও অনুভূতিতে প্রতিভাত হয়েছে

(১) Die Grundlagen des Neuenzehnten Jahrhunderts : H. S. Chamberlain, (zweiter Teil).

(উনবিংশতি শতাব্দীর তাত্ত্বিকী বেদী—দ্বিতীয় খণ্ড)

যা হচ্ছে একটা নূতন, চিরন্তন জগৎ—তখন অবশ্য মনে হাঁসি চেপে রাখতে পারিনি, এই ভেবে যে এও হচ্ছে 'একরোখা' রোমাণ্টিক চিন্তার একটা প্রকৃষ্ট নমুনা। বড়, বড় বুলির ছোট, ছোট মানে—তবে বেশ জোরাল মানে বটে! তা বই আর কি? একা টিউটনিক জাতিই হল কুলীনজাতিকুলসর্ব্বস্ব!

যাক্, এর পর আমি আমার অনেকদিনের সেই hobbyটা একেবারে গা হতে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। সাহিত্যের নানা স্থানে 'শ্বাশত', ভূমা, 'অনন্ত', 'পরব্রহ্ম' ইত্যাদি কথা, প্রায় না হলেও অনেক সময়, চোখে পড়ে; কিন্তু কোন এক অজানা, অদ্ভুত রোমাঞ্চ এসে এখন আর সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলে না—অর্থাৎ চোখে পড়লেও বেশ চেয়ে থাকতে পারি চোখে চোখ রেখে—'কাট' হয়ে। সকালবেলা, সূর্য্যোদয়ের সময় সময় যখন আমার মেয়ে লোর্না (Lorna) আমায় কফি এনে দেয়—যেটা হচ্ছে তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে সব চেয়ে শেরা—আর পেয়ালায় মুখ রেখে, আড় চোখে, চারিদিকের, একেবারে মাটির, সাকার, সসীম জগতের দিকে চেয়ে থাকি, তখন আশপাশের আপেক্ষিক জীবনের বিচিত্ররূপ দেখে মনে একটা আনন্দের সাড়া পাই, যা যৌবনের অফুরন্ত লালসার মধ্যে কখনও পেয়েছি কি না তা সন্দেহ। এখন দেখি অনন্ত, অক্ষয়, শাশ্বত জীবনের কথা মনে বড় একটা আসেই না, যা এককালে আমাকে

একেবারে মাতোয়ারা করেছিল—আর যদিই বা কখনও এসে পড়ে আচমকা ত গ্যেটের দু একটা কথা মনে পড়ে যায় অমনি, আর ভাবি 'আদার বেপারীর জাহাজের খবরে কি দরকার!' ভাল কথা!—তোমাদের দেশের সাহিত্যিক-দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর কতকটা এই ধরণের কথা বলতেন না কি?—যে ব্যবহারিক জীবন হচ্ছে র্ক, র্খ, র্গ, র্ঘ, ইত্যাদি নিয়ে আর অতিব্যবহারিক, পারত্রিক, শাশ্বত, অনন্ত, ব্রাহ্ম —তা যাইই বল—জীবন হচ্ছে ক' খ' গ' ঘ' ইত্যাদি নিয়ে (মনে কর)।—তোমার আমার জীবনে র্ক, র্খ, র্গ, র্ঘ, ইত্যাদির মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্য ত আছে আর পাওয়াও যায়, তা হলেই আমরা আনন্দও পাই কতকটা ব্যবহারিক জীবনে আর আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সার্থকতাও আছে কতকটা—আর ঐ দু হারের মধ্যে মিল! সে হবেও না আর—

ফেব্রুয়ারী ১৯২৩।

RABINDRANATH AND HIS *Gitanjali.*

While so many pens have vied with each other in bringing into relief the various subtle facets of Tagore's personality and the equally elusive nuances of his poetry, few admiring readers of his have, we are afraid, attempted to determine the value of that fascicle of songs in any comparative spirit as a poetic expression of Indian mysticism, or of Indian mysticism—shall we say ?—humanized in the alembic of Bengali consciousness. When Gitanjali, or a part of it, was translated into English and was presented to the world beyond Suez in European dress, all Europe sprang upon it as it had done upon the works of Byron, for instance, in the last century. Reviews, literary notices and year-books sought to press into a brief compass what was thought to be the very quintessence of it, and contemporary literary talk seemed all lacking in piquancy and verve, if it had no reference, however amateurish, to it. The Times reviewer, if we refresh our memory, heard in it the lilt of the Davidian Psalms, while another was all admiration for what he would describe as the languorous music of oriental imaginings.

*   *   *   *   *

To appreciate Gitanjali as a record of some of the poet's supremest moments of faith, as a summary in terms of art of a new and orignial *Weltanschauung*, one must bring to bear upon it an attitude

and a temperament, specially trained—an almost Crocean temperament and attitude that delights to watch as philosophy melts into art and art crystallizes into philosophy. Tennyson fought with all the might that was in him against doubt and despair before he could realize the 'far-off divine event'; while Descartes cogitated before he could excogitate the principle upon which he might poise himself. Pascal reasoned and argued—and argued and reasoned—until he woke up to the "impuissance de la raison." Rabindranath's Gitanjali is a song.—the Song of songs—or a cycle of songs of faith, faith in the life that we live and in the Eternal Fact that presides over that life. In the first song of this wondrous cycle is imprisoned for ever one of the flying moments of disillusionment of the poet when the soul stands naked before its God, secure in faith and in humility which is the condition of faith. In the second and in the fifth song, the poet wonders how the great Fact could escape one's eyes. There is not that tussle and wriggling of the half-sceptical half-assured attitude of the Victorian poet. The poet knows his God and sings Hosanna to the Highest. He does not start as Guyau started—

"When I was a child, I dreamt of voyages—of radiant voyages far into the sea." (1)

---

(1) Lorsque j'etais enfant, je rêvais de voyages,
De radieux départs au plus lointain des mers. (Vers d'un Philosophe—'Voyage de Recherche'—J-M. Guyau.

No 'voyage de recherche'—no quest of the Absolute. Rabindranath begins where the French poet-philosopher ends. The assurance of the fact floods his whole being. He breathes the fragrance of the soul in the fragrance of the flower, perceives its rhythm in the music of the winds—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া। (6)

—sees its lustre in the beams of light—

আলোয় আলোকময় করেছে
এলে আলোর আলো। (39);

and again he hears the voice that is on the waters—

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি,
অরূপ রতন আশা করি। (41).

From the assurance to the evidence that compels it is the curve of the poet's thought, and over the curve broods the spirit of the Upanishads —Reality bursting into a thousand fragments and filling the whole world, all heaven above and all earth below.

তেজো যত্তে রূপং কল্যানতমং তত্তে পশ্যামি যোহসা-বসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি। (ঈশাবাস্যোপনিষদ্)

* * * * *

The Master-Spirit comes to the poet in many

shapes—and in many 'sizes'. He assumes all the rôles 'fashionable' in medieval art—and yet a thousand more. He comes first—not historically, nor psychologically, but expedientially for the critic—as the light-bearer, as "a gem concealed
Me my burning ray revealed"

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস। (45);

then as the Musician playing on the harp of life—

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী
অবাক্ হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি। (16)
গান গাওয়ালে আমায় তুমি
কতই ছলে যে,
কত সুখের খেলায়, কত
নয়ন-জলে হে।(146);

then as the Ferryman taking the soul beyond the waters—

ঐরে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে! (62)
কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে। (76),

then as the Poet of poets, initiating the soul into the mysteries of his art—

সীমার মধ্যে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর। (113);

then as the Lover, full of 'lust'
for all that is of man and of the world—

প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে। (143).

And then as what ? As the flower, the stream, the wondrous hues of nature, the round of seasons—as Death and again as Life—as the Beautiful and as the True. Behind the whole 'corpus' of Rabindranath's verse, of cycles and epicycles of songs there peeps, as we write, many a poet of the middle ages, of various climes and of various race-temperaments—Vidyapati, Chandidas and Govindadas; Richard Rolle and Godric; Chrétien de Troyes, Marie de France and Jaufré Rudel; Walther von der Vogelweide and Wolfram von Eschenbach. Vidyapati sang of beauty and of 'hungry eyes drinking beauty', and so sang also Chandidas and Govindadas—and in a chorus the whole host of self-effacing impersonal Vaishnava poets that forgot themselves in the enjoyment. Richard Rolle wrote the 'Pricke of Conscience' and Godric sang the praises of the Virgin :

Maidenes clenhad moderes flur,

[The purest of maidens and the flower of mothers].
The story of the Grail appealed to Chrétien de Troyes, amongst a hundred poets and poetasters of the Middle Ages, and Chrétien sang—

"All the candles pale before the effulgent Grail that she holds even as stars in the heavens pale before the sun or the moon."(1)—and Jaufré Rudel brooded—mediaevally—

"When the days in May are long, I hear the melodious chant of birds from afar."(2)

In Wolfram's heaven the nightingale never sleeps —the Phoenix of European poetry, dying and reviving out of its very ashes—

"There the nightingale never sleeps; and I wake and sing on the hill and in the dale.'(3)

and Walther solves one of the eternal problems of life for all the Middle Ages, if not for all time—

'What is Love?'—some one asks. I know only a part of it and I am happy! (4)

---

(1) A tot le graal qu'ele tint,
une si granz clartez i vint,
qui ausi perdirent les chandoiles
lor clarté come les estoiles
quant li solauz luist et la lune.
K. Bartsch-Weise :
Chrestomathie de l'Ancien Francais, p 129.

(2) Lanquan li jorn son lonc en may
M'es belhs dous chans d'auzelhs de lonh.—
Les Chansons de J. Rudel, éd par A. Jeanroy.

(3) Dô slief niht diu nahtegal;
nu wache abr ich und singe ûf berge und in dem tal.-K. Bartsch: Deutsche Liederdichter, p 134.

(4) Saget mir ieman, waz ist minne?

Thus sang—they dreamed as they sang—Wolfram and Walther, Chrétien and J. Rudel, Vidyapati and Chandidas and the whole 'crowd' following in the footsteps of their masters. But when one parts their company and touches the singing robes of Tagore, he steps, as he feels, into a new world. The same—the same—the same—and yet not the same. Of Love and of the "elective affinities" of life—of fact and of the infinite suggestion of fact sings he also—but that a whole octave higher! Of Beauty and of the varied and wondrous manifestations of Beauty sings he too—but that in a key far beyond their reach! There is in the poet of Gitanjali a 'lust' for life—for Reality itself, which you miss in the mediaeval bard—that 'Sehnsucht nach Urnatur' which Novalis felt in every limb that he bore. Old phrases he conjures into life and packs with all the suggestion they can bear—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার

*　　*　　*　　*

দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। (14);

into ancient forms, into the form of a Vedic hymn,

---

weiz ich des ein teil, sô wist ichs gerne mê—Walther von der Vogelweide, hrsg K. Lachmann, p 90.

for example, he presses all the infinite wealth of Reality of the last six thousand years—

আলো, তোমায় নমি, আমার
মিলাক্ অপরাধ।
ললাটেতে রাখ আমার
পিতার আশীর্ব্বাদ।
বাতাস, তোমায় নমি, আমার
ঘুচুক অবসাদ,
সকল দেহে বুলায়ে দাও
পিতার আশীর্ব্বাদ। (42).

And when the poet is oppressed by the sense of 'smallness' of his soul, he prays as Thompson prayed—

তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝ খানেতে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ
অনেক ব্যবধান। (59).

and begs of the 'Oversoul' to contract into human proportions—

দয়া করে' ইচ্ছা করে' আপ্‌নি ছোট হ'য়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে। (108).

• • • • •

Yes, Tagore's 'lust' for life is like Novalis' 'lust' for 'Alles'. Yet let none carry under his arm 'Gitanjali' and 'Hymnen an die Nacht' together. 'Gitanjali' is not 'Hymnen', nor 'Hymnen' 'Gitanjali.' Tagore strums on the harp and sings: Novalis pants, the intoxication of Life—of God—is upon him. Faust's words one might put into his mouth—

Ich habe keinen Namen
Dafür ! Gefühl ist alles !

[I have no names for that—he alone knows it who has felt it.] Or when he struggles for expression and his lips part, he stutters out—

'Endless Life surges in my breast and I look above and around thee'. (1)

Novalis gives us words, phrases—Fragmente torn from possible wholes. Scintillations they all are of his mystical genius. Tagore gives us songs, full and rotund : they are not 'end-stopped' ; they have always a beyond. Expression in Novalis is always in labour, and there is more than one expressional abortion. The words in Tagore flower into songs and the songs form themselves into garlands.

Ich fühle des Todes
Verjüngende Flut

---

(1) Unendliches Leben
Wogt mächtig in mir
Ich schaue von oben
Herunter nach dir.—Novalis, Werke (Erster Teil) hrsg von H. Friedemann, p 21.

[I feel the rejuvenating wave of Death.] (1)
or again,

Die Götter verschwanden mit ihrem Gefolge
Einsam und leblos stand die Natur

[The Gods disappeared with their followers and Nature stood alone and lifeless.] (2)—What a struggle is there for expression--for the word that will tell—the unit of all romantic style! But the most real point of difference between 'Hymnen'and Gitanjali one always misses when he forgets one most essential or—shall we say?—temperamental fact about their authors. 'Light—more light' cries Tagore as Goethe cried. "How dost thou, O Lord", sings he, "light the Lamp of Life as thou comest into this world!" (45) 'Chase away all the darkness of the world, O Lord, that I may look beyond and wake to thine infinite glory' is the prayer of Tagore. 'Let darkness brood over all the world, O Master-Spirit, that I may look within and dream out the whole dream' is Novalis' prayer to Night.

Die Nacht ward der Offenbarungen mächtiger Schoss,
In ihm kehrten die Götter zurück.

[Out of Night came all and all the gods turned back to Night.] (3)—he blurts out at one place and again at another he stutters out in prose—for

(1) Ibid.
(2) Op cit, p 22.
(3) Op cit, p 23.

Novalis never says or sings, but always blurts or stutters'—liebliche Sonne der Nacht—nun wach' ich—denn ich bin Dein und Mein. [O thou sweet sun of Night—I wake now—I am Thine as well as Mine.] (1). There—exactly—you see how the mystic of the eighteenth century and the mystic of the twentieth meet and part company.

*   *   *   *   *

Art, as Croce has taught us of late years, is expression itself, and not expression of an Idea. No Idea with capital I presides over Gitanjali, or some of the most prodigious ideas of the last few centuries are there, as it seems, in the melting pot —dissolving flake by flake in the poet's most vital art-experience, most intimate Kunstinstinkt. In the beginning, says the Italian philosopher-critic, there was neither 'the Word' nor 'the Act' but 'the Word of the Act' and 'the Act of the Word'. In Gitanjali the poet has discovered 'the Word' that is 'of the Act', and Gitanjali will live in literature as as one of the master-pieces of expressional self realization. *

---

(1) Op cit, p 18.

* ১৯২২ জুলাই মাসের Calcutta Review'এ প্রথম প্রকাশিত—এ স্থলে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃ				
পৃ ১৮	Sein	স্থলে	sein	পাঠ্য।
„ ৩২	শূণ্যগর্ভ	„	শূন্যগর্ভ	„
„ ৩৮	Mester	„	Meister	„
„ ৩৯	ব্যঞ্জজনা	„	ব্যঞ্জনা	„
„ ৬৩	চারিদিগের	„	চারিদিকের	„

Vaishnava Padāvalī and its European Parallels—a brief Essay in Comparative Criticism. (in English)

by (in the press)

G. Kar.

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ বুক্ ক্লাব্ লিমিটেড্,
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট্,
কলিকাতা।